Ready February 1943 !!

AN EVENT OF NATIONAL IMPORTANCE !!

History of Bengal

[*Volume I*]

Edited by Dr. R. C. MAJUMDAR, [illegible]

A magnificent production which has been five years in preparation and two years in printing. With chapters contributed by Indian scholars of the first eminence, this work incorporates the latest researches and presents facts in a truly scientific manner. Bound in rexine, embossed in real gold, printed on thick antique paper, containing about 750 pages, 200 illustrations, diagrams and maps and an exhaustive bibliography and a full index. Priced tentatively at Rs 15/- per copy. Postage extra.

Intending buyers may reserve their copies in advance (no money need be sent) by writing directly to **General Printers & Publishers Ltd., 119, Dharamtala Street, Calcutta,** who are sole selling agents for all Dacca University publications.

পুনর্মূষিকো ভব

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

বিরচিত

প্রকাশক—

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুনর্মূষিকো ভব

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

বিরচিত

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস

৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম বারো আনা

বৈশাখ—১৩৪৬

ফাইন আর্ট প্রেস (৬০, বিডন ষ্ট্রীট) হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুনর্মূষিকো ভব

প্রকাশকের কথা

এই হাসির নাটিকাটি আমাদের "উত্তরায়ণ" মাসিকপত্রে যখন বেরোয় তখনই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এর আদর হয়। বাংলা দেশে হাসির গল্প বা হাসির নাটক বেশী নেই—সেই হিসাবে 'পুনর্মূষিকো ভব'-র প্রয়োজনীয়তা আছে। এমেচার ক্লাবের সভ্যেরা নিজেদের অভিনয়ের জন্য নাটক খুঁজে পান না—'পুনর্মূষিকো ভব' তাঁদের সে সমস্যাও অনেক পরিমাণে দূর করবে। কৌতুক-নাট্য হিসাবে 'পুনর্মূষিকো ভব' যে অতি উচ্চাঙ্গের ও প্রথম শ্রেণীর হয়েছে তা আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি।

শ্রী

পুনর্মূষিকো ভব

[রুদ্রেশ্বরের স্ত্রী স্বাহা এবং আনন্দবাবুর নাতনী শিপ্রা প্রমুখ কয়েকটি মেয়ে, পুরুষের অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য গৃহের সংস্রব কাটাইয়া বাহিরে আসিয়া জাগরণী সম্মিলনী স্থাপন করিল। সেই সম্মিলনী এই নাটকের কেন্দ্রস্থল। অন্যান্য পাত্রপাত্রীর পরিচয় পাঠক-পাঠিকাগণ যথাস্থানে পাইবেন।]

প্রথম দৃশ্য

জাগরণী সম্মিলনী

[স্বাহা, শিপ্রা, সন্ধ্যাতারা, বনবালা, (অনিমা, অনুপমা) ও নিস্তারা]

স্বাহা। President and friends! আজকের সভায় কারুর কিছু বলবার আগে যাঁকে আমরা সভানেত্রীরূপে বরণ ক'রে নিয়েছি তাঁকেই সর্ব্বপ্রথম কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করি।

সন্ধ্যাতারা। আমি এ প্রস্তাব অনুমোদন করি।

শিপ্রা। কম্‌রেডস! আজকে পৃথিবীর এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে আমরা সকলে এখানে মিলিত হ'য়েছি। বড় দুর্দ্দিন এসেছে আজ আমাদের জীবনে। আমরা নিপীড়িত! স্বামীদের অত্যাচার আমাদের জীবন, আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে ফেলেছে; তাই আজ আমরা তার সন্তান

পালনের দাসী মাত্র। আপনাদের কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা, যে ঘর আর যে-স্বামী আপনারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে এসেছেন, সেখানে আর ফিরে যাবেন না। সেই পরম অপমানের মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের আত্মাকে কলুষিত করবেন না, কম্‌রেড্‌স্! মনে রাখবেন, আপনাদের ফিরিয়ে নিতে স্বামীরা নিজেই আসবেন এখানে। কিন্তু অনুরোধ, অনুনয়, কান্না—কিছুতেই যেন আপনারা বিচলিত হবেন না। অগ্নিপরীক্ষা আজ আমাদের সম্মুখে। এ সম্বন্ধে সভার মধ্যে আর কার কী বলবার আছে বলুন।

সন্ধ্যাতারা। শ্রীমতী স্বাহা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করি।

শিপ্রা। এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু একটা কথা বলবার আছে আমার। স্বাহা দেবীর সঙ্গে ভবিষ্যতে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধি না যোগ দিলেই ওঁর প্রতি সম্মান দেখানো হবে। ভুলে যেতে হ'বে যে উনি রুদ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। স্বামীর উপাধি বহন করার মধ্যে নেই কোন গৌরব—আছে লজ্জা। উনি শুধু স্বাহা—শ্রীমতী স্বাহা দেবী।

স্বাহা। আমাদের এ movement-এ যোগ দেবার জন্য ভীষণ propaganda করতে হ'বে। যতদিন আমাদের husbandরা আমাদের equal rights না দেন, ততোদিন চলবে আমাদের আন্দোলন; মানবো না আমরা স্বামীদের প্রভুত্ব।

শিপ্রা। এবার সন্ধ্যাদেবী কিছু বলুন।

সন্ধ্যা। আজকের এই উতল সন্ধ্যায়—আমাদের যত কিছু লজ্জাকর কাহিনী বলতে করবোনা কোন সঙ্কোচ, মানবোনা কোন বাধা। অন্তরে জ্বলছে যে অনির্ব্বাণ আগুন অহরহ, কেমন ক'রে কোন নিষ্ঠুরতম বাণী

দিয়ে ক'রবো তাকে প্রকাশ? স্বামীরা পদে পদে পেছিয়ে যে রেখেছে আমাদের— এগুতে দেয়না, একি আপনারা বুঝবেন্ না?

স্বাহা—Are we puppets in their hands? স্বতন্ত্র কোন কাজ করবার ক্ষমতা কি নেই আমাদের?

শিপ্রা। আমরা কি কাদার তাল? যে ভাবে গড়বে, গড়তে চাইবে, আমরা কি তেমনি ভাবেই গড়ে উঠবো?

সন্ধ্যা। কোথায় হয়না আমাদের ওপর অবিচার? এমন কি museum এ, exhibition এ আমাদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে আলাদা দিনের!

বনবালা। সেবারে তারকেশ্বর যাবার সময়—আমাকে ঠেলে দিলে একলা এক মেয়েদের গাড়ীতে, আর নিজে কিনা ফষ্টিনষ্টি করতে করতে দল বেঁধে উঠলো অন্য গাড়ীতে। আর রাজ্যের বাক্স, প্যাটরা রেখে গেল আমারই হ্যাপাজতে। সারারাত পাহারা দিয়ে মরি···

সন্ধ্যা। কথন্ কোন্ পরম মুহূর্ত্তে তাঁদের চোখ জুড়িয়ে যাবে বলে আমাদের বেণী বাঁধতে হবে নানা ছাঁদে, শাড়ী পরতে হবে নানা ঢংয়ে। কেন?

বনবালা। আর শুধুই কি তাই? পোড়া মুখে রুচবে বলে নিত্যি নতুন রাঁধতে হবে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন! আমি মাংস, প্যাজ, ডিম্ ছুঁইনা—ওনার নাকি ওতেই মজা।

স্বাহা। Struggle for existenceএ তাদের জানিয়ে দিতে হবে আমাদেরও সমান অধিকার আছে।

বনবালা। সকল বিষয়েই ওনারা আমাদের বড্ড হেনস্তা করেন; রাস্তায় বেরুতে হোলেই আমাদের সাত হাত ঘোমটা দিতে হবে, এঁটে-সেঁটে খড়খড়ি বন্ধ করা ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের যেতে হবে—আর

ওঁনারা লম্বা কোঁচা ঢুলিয়ে ইদিক সেদিক হটর্ হটর্ ঘুরে বেড়াবেন—এইবা কেমন কথা ?

স্বাহা। Right'o !

সন্ধ্যা। Cinemaয় theatre, এ, আমাদের আসনের ব্যবস্থা ওপরে, সকলের অলক্ষ্যে, অশোক বনে বন্দিনী সীতার মত।

বনবালা। বললেই বলে নীচে ছারপোকা, বিড়ির গন্ধ···ক্যানরে বাপু, তোরা সহ্যি কর্‌তে পারিস আর আমরা পারিনে ?

স্বাহা। আমার যদি পাঁচ জন male friendsই থাকে, তাঁর কি ? Weekএ একবার ক'রে যদি আমি Dance দেখতে যাই তাঁর কি ?—Dinner party, Public meetings, Social gatherings if I cannot avoid, what's that to him ?—

সন্ধ্যা। চাই—চাই—আমরা ফিরে পেতে চাই—আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্মান, আমাদের নারীত্বের মূল্য।

স্বাহা। সংসার যদি করতে হয় আমরা ভাগ করে নেবো সকল কাজ দুজনে সমানভাবে।

বনবালা। এ কথা কি একবার মা, একশোবার। বলি, গণ্ডা গণ্ডা যে ছেলেপুলে তাদের সব ঝক্কিই কি আমাদেরই পোয়াতে হবে ? কেন দস্তখৎ লিখে দিয়ে এসেচি নাকি ?

স্বাহা। They think so !

বনবালা। আর রাত্তিরে ? গরম লাগছে, কর পাখা, তেষ্টা লাগলো আন্ জল, আর ছেলে যদি একটু কাঁদলো তাহলে তো আর রক্ষেই নেই।

সন্ধ্যা। ওগো স্বামীরা ! তোমাদের খেয়ালে নয়, তোমাদের রুচিতে নয়, ডানা-মেলা পাখীর মত উড়তে চাই,—নিঃশ্বাস নিতে চাই বুক ভ'রে, তোমাদের ঐ সোনার খাঁচা চাই না, বলবোনা তোমাদের শেখানো বুলি, হাতের ইসারায় নাচবোনা আর পেখম মেলে।

স্বাহা। তোমাদের order-এ একটা poemও পড়বোনা। কিন্তু দরকার হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের whole works শেষ কর্ত্তে পারি।

বনবালা। গয়না আমরা চাই—কিন্তু তাই বলে কি ভারী তাবিজ আর বাজু? চন্দ্রহার না পরে যদি মফচেন চাই — কিনে দেবেনা তোমরা?

সন্ধ্যা। গানও আমরা গাইতে চাই কিন্তু তোমাদের কানের কাছে কপোত গুঞ্জনের মত নয়—খেয়ালের খুসীতে, যার স্বর ঝরে পড়ছে ঝর্ণাধারার মত, সেই সুর রণিয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীন কণ্ঠে।

স্বাহা। আমাদের খুসীতে বরং dumb dove হতে চাই কিন্তু তোমাদের ইচ্ছেয় মুখর nightingale হ'তে চাই না।

শিপ্রা। কম্‌রেডস্! আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, আশা করি তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। শপথ করুন যে আজ থেকে স্বামীদের কোন প্রভুত্ব স্বীকার করবেন না!

সকলে। শপথ করছি।

শিপ্রা। তাদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবেন!

সকলে। ছিন্ন করবো।

শিপ্রা। তাদের মধুর আহ্বানে ভুলে যাবেন না আপনাদের উদ্দেশ্য?

সকলে। না, ভুলবো না।

শিপ্রা। যতদিন না আমাদের সমস্ত দাবী স্বীকৃত হয়—আমাদের এ অসহযোগ বজায় রাখবো।

সকলে। রাখবো।

শিপ্রা। আমরা স্বাধীন—আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে—এ কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখবো।

সকলে। মনে রাখবো।

শিপ্রা। আচ্ছা, আজকের মত এই বাণী, এই শপথ মনে রেখে সভা ভঙ্গ হোক্।

স্বাহা। সভার শেষে আমাদের নেত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (সকলের করতালি)

শিপ্রা। অনিমা দেবী, আপনি তো কোন কথাই বলছেন না।

অনিমা। আমি আর কি বলব বলুন। আমি ঠিক এই অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছিনা।

স্বাহা। Strange! এত discussion-এর পরেও তোমার brain-এ ঢুকল না—

বনবালা। তোমার বুঝি নতুন বিয়ে হয়েছে বাছা?

অনিমা। হ্যাঁ।

বনবালা। তাই মন ঠিক সায় দিচ্ছে না, নয়?

শিপ্রা। না না, তা কেন? উনি নিজের অবস্থার কথা সম্যক বুঝেই তবে না এসেছেন এখানে?

অনিমা। না আমি ঠিক বুঝিনি। স্বাহা আমাকে বুঝিয়েছে।

স্বাহা। What do you mean?

শিপ্রা। না না, এ জোর জবরদস্তির জিনিষ তো নয়। আপনি যদি ভাল মনে করেন—স্বামীর ব্যবহার আপনার প্রীতিকর মনে হ'লে আপনি আসবেন কেন?

সন্ধ্যা। ঠিক বলেছেন শিপ্রা দেবী। বুকের পেয়ালা যদি ভরে ওঠে প্রিয়তমের ভালবাসার মদির সুধায়—কী প্রয়োজন আপনার এ সমিতিতে যোগ দেবার?

বনবালা। স্বামী পুত্তুর ঘর সংসার ফেলে কার আর সাধ যায় বলো,—এখানে আসবার?

স্বাহা। Do you mean to say—স্বামীর কাছ থেকে তুমি কোনরূপ অবিচার দুর্ব্যবহার পাওনি ?

অনিমা। সে কথা কী করে বলি বল ? উপরি উপরি ১৯ খানি চিঠি লিখলুম—উত্তর নেই একখানারও—এত কি ওঁর কাজ শুনি ?

স্বাহা। Any more ?

অনিমা। স্বরলিপির বই পাঠাবার জন্তে এত যে মিনতি ক'রে বললুম—তার কি এতটুকু হুঁস নেই···Examinationটাই ওঁর বড় হলো !

স্বাহা। Then ?

অনিমা। Woolএর কাজ ক'রবো ব'লে যে কতকগুলো নতুন designএর বই পাঠিয়ে দিতে বললুম—তার কি কিছুমাত্র খেয়াল আছে ? আমার যেন কোন কথার দাম নেই !

স্বাহা। You just see ! আর তুমি আমাকেই accuse করছিলে।

অনিমা। তা নয়, তা নয়।

সন্ধ্যা। আপনার স্বামী কি জানেন, আপনি এখানে চলে এসেছেন ?

অনিমা। না। তবে আসছে শনিবার ওঁর পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যাবে—এলেই জানতে পারবে।

স্বাহা। এবং বুঝতে পারবেন তাঁর স্ত্রীকে neglect করবার প্রতিফল !

শিপ্রা। আপনার এ সময় নরম হ'লে চলবে না অনিমা দেবী···বজ্রের মত কঠিন হ'তে হবে আপনাকে।

সন্ধ্যা। বুকের মধ্যে জ্বলছে যে উপেক্ষার বহ্নিশিখা তার দাহ যেন আপনার স্বামীকে ভস্মীভূত করে।

বনবালা। বুঝুক এবার বাছাধন কত ধানে কত চাল। বুঝলে ভাই, আমার উনিও প্রথমে বড্ড শাসিয়েছিলেন ; এখন বুঝেছেন ঠ্যালাটা। সেই দস্যি ছেলেদের কম্না করা আমি তো জানি।

[ঝি নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তার। দিদিমণি! রান্নার ব্যবস্থা কি সেই রকমই হ'বে; না—আর কেউ আজ নতুন ভর্ত্তি হোলো!

শিপ্রা। না আজ কেউ নতুন ভর্ত্তি হয় নি।

নিস্তার। তাই বলো। আগে থাক্‌তেই জেনে যাওয়া ভাল—নইলে সেদিনের মত কেলেঙ্কারিটা তো ভালো নয়। খাওয়া দাওয়া সব শেষ; রাত তেরোটার সময়ে দু'জন এসে হাজির—তখন আমি ভাত জোগাই কোত্থেকে? তারা দি কি আজো রাত্রে ভাত খাবেন না?

সন্ধ্যাতারা। তুমি তো জানো নিস্তার, রাত্রে লুচি না হোলে আমার ঘুম হয় না।

শিপ্রা। Oh yes! নিস্তার, তুমি সকলের কাছ থেকেই জেনে যাও, কী খাবেন তাঁরা।

বনবালা। আমার কিছুই বলবার নেই! তবে দ্যাখো নিস্তার তোমার একঘেয়ে লিষ্টিটা বদলাও। মুখ প'চে গেল যে! মাঝে মাঝে ইদিক সিদিক না করলে চলে?

শিপ্রা। হ্যাঁ, আমি আজ রাত্রে ভাতই খাবো বুঝলে?

নিস্তার। সে কি! আমি যে ময়দা মেখে মরেছি। কখন যে আপনাদের কি মতিগতি তা বোঝাই ভার! সেদিন লীলাদি' তো ভাতের থালা টেনেই ফেলে দিলে। অপরাধ, ঝোলে একটু নুন বেশী হয়েছিল! রোজ কি আর ঠিক খেয়াল থাকে! তাই বলে কি খাওয়া যায় না! কই—আর সকলে তো চাঁদপানা মুখ করে খেলে!

স্বাহা। Oh! আমাদের লীলা, recently যে স্বামীকে divorce করে এসেছে?

শিপ্রা। হ্যাঁ—এ'রকম খাওয়া দাওয়ায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত সে—বড় লোকের বৌ।

স্বাহা। May be। তাই বলে অমনি! That's bad.

নিস্তার। আর গীতাদি'র কথাটাও বলি—ঠিক কি ওর জুড়ি জুটেছেন! পান থেকে চূণ খসলেই অমনি ফোঁস!—আমি একা মানুষ, কতদিক পারি বলুন তো। সেদিন চা দিতে দেরী হয়েছে ব'লে, নতুন কাপ ডিশগুলো মট্‌মট ক'রে ভেঙে ফেল্‌লে গো, তেজের ধমকে! বলি—নোকসানটা তো তোদেরই হোল—আমার আর কি বল?

শিপ্রা। তুমি একটু মন দিয়ে দেখাশোনা কোরো নিস্তার। সকলে তো আর সমান নয়।

স্বাহা। She may be a little haughty! তাই ব'লে তোমারও একটু বনিয়ে চলা উচিত তো।

নিস্তার। বনিয়ে না নিলে কি আর চাকরী করতে পারতুম এখানে? এই একান্ন জনের একশ সাঁইত্রিশ রকম ফর্‌মাশ—একি যে-সে লোকের কাজ মা।

বনবালা। কিন্তু মেজাজই তোমার বাছা একটু কড়া! সেদিন দুপুরে যে একটু ঘোলের সরবৎ কোরে দিতে বললুম—মুখ ঝাপটা কি তুমি কম দিলে বাছা?

নিস্তার। কী করব মা? বেলা তিনটে বাজল, সবাই বললে চা খাবো—ইষ্টোভ ধরাতে গেলুম, আপনি বললেন ঘোল। এতে কী আর মেজাজ থাকে?

সন্ধ্যা। সেদিন রাত্রে ফুরফুর কোরে হাওয়া বইছে—তোমায় ছাতে আমার বিছানা পেতে দিতে বললুম—তুমি কানেই তুললে না!

নিস্তার। কী কোরে বুঝব মা! ক্ষণে ক্ষণে যদি আপনাদের মতলব বদলায় সে কি আমার দোষ?—সকলে বললে ঠাণ্ডা লাগে—শোবার সময়ে ভাল করে জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ো নিস্তার—আপনি তখন বললেন ছাদে বিছানা করতে—কি না, ফুরফুর করে হাওয়া বইছে—

স্বাহা। না—না—তুমি বড় careless হয়ে যাচ্ছো—that's no good—সকলের comfortsএর জন্যই তোমায় engage করা হয়েছে—

নিস্তার। কম্ফর্টার তো আমি বুনতে জানি না মা!

স্বাহা। Hopeless!

শিপ্রা। যাও, তুমি আর দেরী করো না - রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

স্বাহা। আর ছাখো—আজ রাত্রে আমার জন্যে একটু মাংসের stew করো—

নিস্তার। ইষ্টু কী মা!

স্বাহা। ঝোল রাঁধতে জান না? যাও। worthless একটা!

[তাড়া খাইয়া নিস্তারিণীর প্রস্থান]

বনবালা। ওকে বদলাও মা বদলাও, ঐ লোক নিয়ে কাজ চলে?

[নিস্তারিণীর পুনঃ প্রবেশ]

নিস্তার। বলি, বদ্‌লে কাকে আনবে গা? বাপের দেশের লোক আছে নাকি?

বনবালা। ওমা! তুমি যাও নি?—আমি মনে করলুম, তুমি বুঝি চলে গেছ!

নিস্তার। চলে গেছ! তাই বুঝি একেবারে হাম্‌লে পড়ে নিন্দে সুরু করেছো!

শিপ্রা। ছিঃ নিস্তার! অমনি করে' লোকের সঙ্গে কথা কয়?

নিস্তার। কইছি কি আর সাধে—কওয়াচ্ছে যে!

স্বাহা। আঃ—don't talk rubbish!—নিস্তার—! তুমি তোমার কাজে যাও—

(বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ)

শিপ্রা। নীচে কে ডাক্‌ছে দেখতো নিস্তার।

নিস্তার। কে!—হ্যাঁ এই বাড়ী!

শিপ্রা। কে নিস্তার?

নিস্তার। একজন সোন্দরপানা ইস্ত্রি গো—বাক্‌স প্যাটরা তল্পিতল্পা নিয়ে হাজির!

শিপ্রা। ওপরে আসতে বল ওকে!

নিস্তার। (গলা বাড়াইয়া) ওপরে এসোগো!—ডানদিকে সিঁড়ি!

স্বাহা। Incorrigible! এতদিনেও সামান্য etiquette শিখলে না—যাও নীচে গিয়ে receive করো···

নিস্তার। যাই মা যাই—উনি যে অত সোহাগের লোক কী করে' জানব বল!

(নিস্তারিণীর প্রস্থান)

শিপ্রা। আর একজন candidate বোধ হয় বাড়ল—

স্বাহা। I hope so.

বনবালা। জায়গা কোথায় হবে মা!—ব্যারাক তো ভ'রে উঠল!

অনিমা। আর একটা নতুন বাড়ী নিতে হবে আপনাদের দেখছি!

সন্ধ্যা। একটা কেন—দশটা নোবো—বিশটা নোবো—পঞ্চাশটা নোবো! এসো এসো নিপীড়িতা জননী আমার, ভগিনী আমার!—সমবেদনায় বুক ভরিয়ে রেখেছি—

(অনুপমার প্রবেশ—দীর্ঘাঙ্গী—বয়স কম—কিন্তু লালিত্যশূন্য)

অনুপমা। নমস্কার।

সকলে। নমস্কার!

শিপ্রা। আসুন আসুন!

অনুপমা। এই আপনাদের 'নারী জাগরণী সমিতি'—

স্বাহা। হ্যাঁ! আর ইনিই আমাদের President।

অনুপমা। ও! শুনেছি আপনাদের কথা—পড়েছি কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপন।

শিপ্রা। নতুন করে' আমাদের কাজের কথা উদ্দেশ্যের কথা আশা করি কিছু বলতে হবে না।

অনুপমা। না—সবই জানি। ভাগ্যহীনা নারীদের কল্যাণের জন্য আপনাদের যে সাধু উদ্দেশ্য—প্রপীড়িতা স্ত্রীদের স্বামীর সাথে অসহযোগের জন্য যে আপনাদের প্রতিষ্ঠান তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শিপ্রা। তা'র মূলে আপনারাই···বাংলাদেশের সমস্ত স্ত্রীজাতি।

অনুপমা। তাই তো এলুম। সহের সীমা অতিক্রম করেছে বোন্—তাই—তাই—এলুম। আর পারি না — লিখে নিন্—লিখে নিন্ আমার নাম।

শিপ্রা। নিস্তার? নিস্তার?

(নিস্তারের প্রবেশ)

—member দের খাতা আর দোয়াত কলম নিয়ে এস।

নিস্তার। ডাল পুড়ে গেল মা—ডাল পুড়ে গেল—এদিকে হাতাবেড়ী ধরব না—তোমাদের কাজ করব মা—

স্বাহা। Nonsense! যাও নিয়ে এসো!

(কোন কথা না বলিয়া নিস্তারিণী পাশের টেবিল হইতে খাতা ও কালিকলম আনিয়া দিল)

শিপ্রা। স্বাহা! এঁর সমস্ত বিবরণ লিখে নাও।

স্বাহা। Your name please?

অনুপমা। অনুপমা সিংহ।

স্বাহা। Address?

অনুপমা। নন্দীগ্রাম—হুগলী।

স্বাহা। Husband's name ?

অনুপমা। Mr. D. Sinha.

শিপ্রা। দেখুন, কিছু মনে করবেন না—আর একটা কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে।

অনুপম। বলুন।

শিপ্রা। স্বামীর কোন্ দুর্ব্যবহার—কোন্ অত্যাচার—কোন্ পীড়ন—আপনাকে এ সমিতিতে যোগদান করতে বাধ্য করেছে সেটা আমাদের অনুগ্রহ করে জানাতে হবে।

অনুপমা। তাতে কি আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

স্বাহা। Oh yes! It must be recorded. আমরা এক বৎসরের statistics নিয়ে দেখতে চাই—স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীদের সবচেয়ে কোন্ অভিযোগটা বেশী—

অনুপমা। কিছু মনে করবেন না। কে কী রকম কারণ দেখিয়ে এসেছেন—মানে কত রকমের records আপনারা পেয়েছেন—একটু আভাস দেবেন কি ?

স্বাহা। Why not! আমি নিজের কথাই আপনাকে বল্‌তে পারি। আমার husband আমার প্রত্যেক কাজের explanation চান। আমার যে নিজের একটা world থাকতে পারে তাঁর সে idea নেই। আমার চলা ফেরা, শোয়া, বসা, every particular movement তিনি watch করেন। But I can't really tolerate that!

সন্ধ্যা। আমার স্বামী চায় না আমাকে প্রেয়সীরূপে সাথীরূপে—মানসীরূপে! মাত্র শুধু সংসার তরণীর কর্ণধার আমি, গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ম্মের নিপুণা দাসী মাত্র।

বনবালা। আমার উনি বাছা বড্ড সেকেলে, ও আমার পছন্দ নয়। দাসী বাঁদীর মত করে রেখেছে গা। রাতদিন ঘর ঝাঁট—রান্না—জল তোলা—বাসন-মাজা—আর ওঁর খেজমত খাটতে হবে! হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—বাইসকোপ যাওয়া—নবেল পড়া—গান গাওয়া—এ সব ত চুলোয় যাক্—কোনদিন যে আদর কোরে কোন গয়না, ভালো কাপড়, সাবান, এসেন কিছু এনে দেয় না—সে স্বামীর ঘর করে গা?

শিপ্রা। তা ছাড়া এখানে আজ অনেক সভ্যই অনুপস্থিত আছেন, তাঁদেরও দু একটা রেকর্ড পড়ে শোনাতে পারি আমি, স্বাহা খাতাটা দেখি (খাতা লইয়া) লীলা রায়, স্বামী অত্যধিক মাতাল। গীতা দে, স্বামী গোপনে এক Parsi Ladyর সঙ্গে Courtship করছেন। লতিকা সরকার, স্বামী পছন্দ করেন না স্ত্রী male friends রাখেন আর স্ত্রীও পছন্দ করেন না স্বামী female friends, রাখেন। বীণা বসু, ইনি enlightened societyতে play করতে চান, dance করতে চান, স্বাধীনভাবে দিল্লী লাহোর বেড়াতে চান স্বামী dislikes that। মোক্ষদা দেবী, ইনি নাগরা পরতে চান, বাঁকা সিঁথে কাটতে চান—অথচ এর স্বামী damn conservative। তা'ছাড়া আরও দু একটা interesting case আছে—বলেন তো পড়ি।

অনুপমা। পড়ুন না।

শিপ্রা। কাদম্বিনী দাসী, ইনি চান Gramophone কিনতে—স্বামী চান Radio—এই নিয়ে মনোমালিন্য। রেণু মিত্র, ইনি modern literature পড়তে চান—এর স্বামী বঙ্কিম, মাইকেল ছাড়া কিনে দেবেন না। আন্নাকালী পাক্‌ড়াশী, এর স্বামী দিনরাত বর্ম্মা চুরুট খান, ইনি বিঁড়ির ধোঁয়া পর্য্যন্ত বরদাস্ত করেন না। উৎপলা চ্যাটার্জ্জি, এর caseটা একটু peculiar।

অনুপমা। Peculiar ?

শিপ্রা। হ্যাঁ, এর বিয়ে হয়েছে আজ এগারো বছর, কিন্তু এর ছেলে—হয় নি একটিও—এই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাছাড়া আরো সব অন্য অন্য.........

অনুপমা। শেষে যেটা পড়লেন—আমার caseটা তার quite opposite।

স্বাহা। Quite opposite।

অনুপমা। হ্যাঁ। আমার বিয়ে হয়েছে এগারো বৎসর বয়সে—আজ আমার বয়স ২৩ বৎসর—এর মধ্যে এগারোটি সন্তানের জননী আমি।

স্বাহা। Brutish।

শিপ্রা। স্বাহা। তুমি এঁর সমস্ত বিবরণ লিখে নাও।

অনুপমা। আজ থেকে আপনাদের মধ্যে আমার স্থান করে নিন।

শিপ্রা। সর্ব্বান্তঃকরণে।

অনুপমা। অপরাধ যদি না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কি!

শিপ্রা। বলুন।

অনুপমা। আপনাকে দেখে কুমারীই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনিই এর নেত্রী—ঠিক বুঝতে পারছি না—

শিপ্রা। দেখুন—ওই জন্যেই কুমারী আছি। এই বাইশ বৎসর বয়সে বাংলাদেশের স্বামীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার কম হয় নি।

[নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। গয়লা মিন্‌সেকে আজই জবাব দাও মা।

স্বাহা। কেন ?

নিস্তার। সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনও দুধ দিয়ে যায়নি, চা কি করে হবে ?

স্বাহা। চাএর দরকার নেই। শোন নিস্তার, আজ থেকে ইনি এলেন। খাবার ব্যবস্থা কোরো।

নিস্তার। সে আর বলতে হবে না, বাক্স প্যাটরা দেখেই আমি এক কুনকে চাল বেশী নিয়েছি গো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রুদ্রেশ্বরের বাড়ী

(রুদ্রেশ্বর বসিয়া আছে, চাকর চা দিয়া গেল)

রুদ্র। সময় হ'লো, বাবা ?

চাকর। কী করবো বাবু ? বামুন এতক্ষণে বললে যে কয়লা নেই। সেই কয়লা নিয়ে এলুম, তবেতো হ'ল।

রুদ্র। আচ্ছা যা। হ্যাঁ আর দেখে আয় দিকিনি ডাক বাক্সে আমার নামে কোন চিঠিপত্র আছে কি না ?

চাকর। দেখে এসেছি বাবু চিঠি নেই।

রুদ্র। ভাল করে দেখেছিস তো ? মানে, অনেক সময় আবার—

চাকর। ডাক বাক্স নীচে নামিয়ে দেখেছি বাবু।

রুদ্র। আচ্ছা যা।

(চাকরের প্রস্থান)

নেপথ্যে } রুদ্দূর দা !
অতনু । }

রুদ্র । কে ?

অতনু । আমি অতনু ।

রুদ্র । আয় ।

অতনু । আসবো কি !

রুদ্র । হ্যাঁ, হ্যাঁ ।

(অতনুর প্রবেশ)

অতনু । একি দাদা ! হঠাৎ চেহারাটাকে এমন আধুনিক ক'রে তুললে কী করে ?

রুদ্র । আধুনিক মানে ?

অতনু । আলু-থালু বেশ, এলোমেলো কেশ, বসবার ভঙ্গীতে নেই কোন ছন্দ, একেতো আধুনিকই বলে ভাই ।

রুদ্র । ও ।

অতনু । সত্যি বলনা, এ রকম 'শশ্মানে হরিশ্চন্দ্রের' 'pose' নিয়ে বসে আছো কেন ? হ'ল কি তোমার আজ ?

রুদ্র । হুঁ ।

অতনু । যা বাব্বা ! তুমি কি মনে কর যে তোমার মুখের ওই সংক্ষিপ্ত হুঁ-হাঁ শুনবার জন্যে এই বেলা দশটার সময় রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে এতদূর এলুম । দেখ রুদ্দুর দা, বাক্‌সংযম জিনিষটা ভালো কিন্তু তাই ব'লে—একি ! তুমি যে বড় একা একা চা খাচ্ছো ! বৌদি ! অ বৌদি !

রুদ্র । ওইখানে সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে গুণে গুণে ঠিক এক লক্ষবার ডাকলেও তার আজকে সাড়া পাওয়া যাবে না ।

অতনু। মানে?...ও, তাই বল। উমার পতিগৃহ যাত্রা এবং শঙ্করের তুষিত্বাব অবলম্বন? এই কথা?

গানের সুরে

চরণে প্রণাম করি চলি গেলা শঙ্করী
সব শিব আঁখি জলে ভাসে—
চন্দ্র বদনী ধনী অবহুঁ বিপদ গণি
যামিনী যাপন মধুমাসে।

রুদ্র। ছাখ, এখন তোর ইয়ার্কী রাখ। যা ভাবছিস, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তোর বৌদি হঠাৎ এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

অতনু। বলকি দাদা! হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল বিবশা রাধার গোপন অভিসারের মত! কোন কৃষ্ণের বাঁশী কাণে যায়নি তো?

রুদ্র। তুই কি কখনও serious হ'তে পারবিনে অতনু?

অতনু। কী ক'রে হই দাদা, আমার জন্মলগ্নে বাচাল হবার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে! কিন্তু সে থাক্, এখন ব্যাপারটা কী খুলে বলতো!

রুদ্র। খুলে বলবার মত বিশদ বিবরণ তো আমি জানিনে ভাই। হঠাৎ একদিন বাড়ী ফিরে দেখি সে নেই। কোথাও কিছু সন্ধান না পেয়ে চৌকীর ওপর বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছচি, এমন সময় চোখে পড়লো, ছোট্ট একখানি চিরকুট বাতাসে মেঝের উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তুলে দেখি লেখা আছে—বিদায়! ব্যস্।

অতনু। শুধু বিদায়?

রুদ্র। শুধু বিদায়!

অতনু। বারে আর্টিষ্টিক লেখা! কে বিদায়, কাকে বিদায়, কেন বিদায়, কোথায় বিদায়—কিচ্ছুনা; শুধু বিদায়?

রুদ্র। শুধু বিদায়।

অতনু। কিন্তু এ নগদ বিদায়ের কারণ?

রুদ্র। ভগবান জানেন।

অতনু। কোন মতান্তর হয়েছিল?

রুদ্র। না।

অতনু। ঝগড়া, টগড়া?

রুদ্র। না।

অতনু। কোন রকম গয়না টয়না চেয়েছিল?

রুদ্র। না।

অতনু। কিছুই না, তবে এ কী ক'রে হয়?

রুদ্র। তুই বল্।

অতনু। আমি আর কি বলবো! যাও মরগে এবার। কিন্তু এ মজা মন্দ নয়। কী দাদা? আর করবে পাশ করা মেয়ে বিয়ে?—

বৌ পালালো জান্‌লা দিয়ে
গিন্নী বলেন কর্ত্তাকে—
তোরই চোখে পড়লো কেন
কর্ত্তা দিলেন চড় তাকে!

দাদা, তোমার বৌ পালিয়েছে তা আমার কী? তবে আমি তাঁর শ্রীমুখ পঙ্কজ একেবারেই দেখতে পেলাম না, এই আমার দুঃখ। এলুম জাপান থেকে পাশ ক'রে, শুনলুম শিলং পাহাড়ে তোমাদের মধুযামিনীর ডামাডোল চলেছে। তারপরও দুদিন এলুম তোমার বৌ দেখতে—

একদিন তিনি সিনেমায়, একদিন তিনি পার্টিতে'। আমার কপালই কি এমনি ? লাবণ্যের সংস্রব কি এ পোড়া বরাতে লাগলোই না ?

রুদ্র। তোর কাছ থেকে কোন রকম helpই আমি পাবোনা তাহ'লে ?

অতনু।

বিদায়ে নিয়েছে যেবা নয়নজলে।
এখন ফিরিবে বল কিসের ছলে ?

হ্যাঁ, কি বলছিলে, help ? তা help আমি করতে খুব রাজী আছি।

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর। আজ এ বেলা কি রান্না হবে জানতে এলুম।

রুদ্র। কি রান্না হবে তার আমি কী জানি ? তোরা কি ঠিক করেছিস যে—আমাকে ঘরেও টিঁকতে দিবিনে ? সেই সকাল সাতটা থেকে সুরু হয়েছে ভ্যানোর ভ্যানোর, এর কি আর কামাই আছে ? কি রান্না হবে ! নতুন আশ্চর্য্য কিছু একটা হবে না—যা চিরকাল হ'য়ে আসছে তাই হবে।

চাকর। বেশ।

রুদ্র। হ্যাঁ, আর শোন। আপাততঃ দয়া ক'রে দোকান থেকে আমাদের দুজনের জন্যে কিছু খাবার এনে দেবে ?

চাকর। খাবার !

রুদ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবার। আরডাকবাক্সটা দেখেছ কি ভাল ক'রে ?

চাকর। দেখেছি, নেই।

অতনু। ওহে, খাবার আনতে হবে না। তুমি যাও।

(চাকরের প্রস্থান)

রুদ্র। একটু চা ?

অতনু। না রুদ্দুর দা', বাইরে যে রোদ্দুর। তার চেয়ে এ সব বাজে কথা রেখে এখন একটু কাজের কথা কওয়া যাক—এস।

রুদ্র। আরে, কাজের কথা কীইবা আছে ছাই যে কইবো। গেল নিরুদ্দেশ হ'য়ে তা রেখে গেলোনা কোন ঠিকানা—না বা কোন কৈফিয়ৎ। এতই যদি তার রাগ—তবে থাক—যেখানে ও আনন্দ পাবে সেখানেই থাকুক। বিয়ে করাই ঝকমারী হ'য়েছে দেখছি।

অতনু। সে কথা আজ বুঝলে দাদা ?

রুদ্র। না বুঝেছি অনেকদিনই। তবে—

অতনু। তবে চোখের মোহ কাটেনি—এই না ? পাশ-করা মেয়ে বিয়ে ক'রে আনলে ঘরে. ঘর তার ভাল লাগলো না, বেরুলো সে পথে। Love marriage-এর মজাই যে ওই দাদা।

রুদ্র। না ভাই, বিয়ের আগে আমাদের সর্ত্ত হয়েছিল যে, আমরা কেউ পরস্পরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবো না। করতামও না ; কিন্তু সেদিন রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে দেখি তখনও তিনি ফেরেননি। রাত্রি দুটোর সময় যখন ফিরলেন, জিগ্যেস করলুম "কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?" সে বল্লে "সিনেমায়"। আমি বল্লাম "all night show ছিল বুঝি ?" সে বল্লে "না, বারোটায় ভেঙ্গেছে, কিন্তু মাথাটা অত্যন্ত গরম বোধ হওয়াতে মিঃ চাউডুরীর সঙ্গে Jessore Road ধরে একটু বেড়িয়ে এলুম।" আচ্ছা তুই বলতো অতনু, এর পরে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে ?

অতনু। নিশ্চয়ই পারে না—একশো বার পারে না। কিন্তু এ যে বৈষ্ণব পদাবলীকেও ছাড়িয়ে গেল। তোমারই গাড়ী, তোমারই বৌ, আর কোথাকার কে এক মিঃ চাউডুরী, নিপাত যাক্ সে বেটা, সে কি না এগিয়ে এল বৌদির মাথা ঠাণ্ডা করতে ?

সখিলো, বলিতে বিদরে হিয়া
আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।
বিয়ে-করা বউ সাথে ঘোরে ফেউ—আমারি গাড়ীটা নিয়া॥

তারপর, বৌদিকে কি বললে তুমি ?

রুদ্র। আমি বল্লাম—আমার এখানে থাকতে হলে এ সব motor trip টি_পগুলো একটু কমাতে হবে।

অতনু। তিনি কি বল্লেন ?

রুদ্র। তিনি বল্লেন—বেশ, থাকবো না।

অতনু। উঃ! কী তেজস্বিনী মহিলা! স্বামীর মুখের ওপর এ রকম দম্ভদৃপ্ত বাণী ছুঁড়ে মারা কি কম আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় নাকি? কবি নই, নইলে ঠিক এই রকম একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারতাম এক্ষুণি এই মুহূর্ত্তে কিছুমাত্র চিন্তা না করে—

বিংশ শতাব্দীর নারী গর্জ্জি কহে পতিরে
তাহার, শোন মূর্খ মানবক! আমি শুধু
নই তব শয়ন সঙ্গিনী, নহি দাসী—
নহিক প্রেয়সী। আমি নারী, এই মোর
শ্রেষ্ঠ পরিচয়। স্বাতন্ত্র্যের সূর্য্যালোকে
ঝলিতেছে মস্তক আমার...ইত্যাদি—ইত্যাদি।

কিন্তু সে যাকৃগে, অহেতুক হা হুতাশ ক'রে লাভ নেই। এই কি তাঁর গৃহত্যাগের কারণ নাকি ?

রুদ্র। অনুমাণ করছি।

অতনু। কিন্তু শুধু অনুমানে তো পেট ভরবে না ভাই। আর ঐ রকম চেয়ারের ওপর গোঁত্তা মেরে বসে থাকলেও তাকে পাওয়া যাবে না।

রুদ্র। কী করতে বলিস ?

অতনু। চেষ্টা করতে বলি,—তত্ত্বতল্লাস করতে বলি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলি, আর—

(আনন্দের প্রবেশ)

রুদ্র। একি! দাদু! আপনি এত বেলায়!

আনন্দ। আমাদের বেলার কি আর এত-অত আছে ভাই? সূর্য্য উঠলে বুঝি দিন, আর ডুবলে বুঝি রাত। মধু যামিনীর শেষে ভোর হল ভেবে বিধাতাকে অভিসম্পাত দেওয়া এবং রাতের আগমণে আসন্ন মিলনের উল্লাসে তাঁকে বার বার প্রণাম করা, ও এখন শুধু তোমাদেরই সাজে।

রুদ্র। আর আপনাদের তবে এখন কী ?

আনন্দ। আমাদের ?

পৃথুকার্ত্তস্বর পাত্রং ভূষিত নিঃশেষ পরিজনং দেব!
বিলসৎ করেণু গহনং সম্প্রতি সমমাবয়োঃ সদনম্॥

ভায়া বেঁচে আছি, এই অস্তিত্ব বোধ নিয়েই বেঁচে আছি।

রুদ্র। দাদুর সুরে হঠাৎ কারুণ্যের ছোঁয়াচ লাগলো যে!

আনন্দ। ভাই, আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়ার বরাতে যখনই কোন করুণা-রূপিনীর অভাব ঘটে, তখনই আমদের কণ্ঠস্বর হ'য়ে ওঠে করুণ। কি করবো বল, শিপ্রা দিদি যতদিন ছিল কাছে এ কণ্ঠের বাণীও ছিল তারই মত সবুজ আর তারই মত সুন্দর। কিন্তু আজ ?

রুদ্র। শিপ্রা! কেন, সেও কি বাড়ী নেই নাকি?

আনন্দ। এই দেখ ভায়া, এবার তোমার সুরেও সেই কারুণ্যের ছোঁয়াচ। এ যে হতেই হবে দাদা স্বাহার বাহাদুরীই যে ঐখানে।

রুদ্র। তার নাম আমার কাছে আর করবেন না দাদু! আমি তার সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করেছি।

আনন্দ। উঁহু, কাজটি অত সোজা নয়! . জানতো—

নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু, গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিন স্তনেষু!
মধ্যেষু নিম্নঃ জঘনেষু পীনঃ স্ত্রীনামনঙ্গো বহুধা স্থিতোস্থ॥

কিন্তু রসচর্চ্চা করবার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যাবে পরে; আপাততঃ এই দুটি সখীতে মিলে যে কাণ্ড করেছে তার কি করা যায় বল দিকিনি। কিন্তু এই ছেলেটি কে রুদ্দুর, একে তো চিনতে পারছিনে?

অতনু। দাদু! আমি অতনু।

আনন্দ। বলকি! বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা, বাইরে খাঁ খাঁ করচে রোদ্দুর, পত্নীর বিরহ দাব-দগ্ধ রুদ্রেশ্বর অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় চিন্তামগ্ন। এ ক্ষেত্রে এই রঙ্গভূমিতে অতনু আসে কোত্থেকে।

অতনু। ধনুকে ফুলবাণ যোজনা ক'রে বিরহী রুদ্রেশ্বরের কাছে জানতে এসেছি লক্ষ্যের নির্দ্দেশ এবং বিষয়বস্তু।

আনন্দ। জানতে পেরেছ সে ঠিকানা?

অতনু। না।

আনন্দ। তবে এই নাও আজকের কাগজ, এতেই আছে একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন, তার থেকেই মিলবে তোমার শরসন্ধানের দিকনির্ণয়।

রুদ্র। কিসের বিজ্ঞাপন দাদু?

আনন্দ। পড়েই দেখনা।

রুদ্র। (পড়িয়া) হুঁ।

অতনু। কিরে, তুই যে একটি হুঙ্কার দিয়েই ঠাণ্ডা মেরে গেলি?

রুদ্র। হুঁম্!

অতনু। ওকি! তিব্বতি লামার মত শুধু হুঁম্ হুঁম্ ক'রে মরছো কেন? কী হয়েছে বলনা?

আনন্দ। আর বলেছে! দেখ না ভায়া, একটি অবলাই ওর সমস্ত বলা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে।

রুদ্র। এই যে কাগজ। তুই পড়না নিজেই।

অতনু। এই লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া তো?

আনন্দ। হ্যাঁ।

অতনু। "আমাদের মহানারী জাগরণী-সম্মিলনীর অফিসিয়াল কাজ-কর্ম্মের জন্য একজন কেরাণীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। সাক্ষাৎ করুন প্রেসিডেণ্ট শিপ্রা দেবীর সঙ্গে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা। সেক্রেটারী শ্রীমতী স্বাহা দেবীর সঙ্গে সকাল ৭টা থেকে ৯টা।

বহুৎ আচ্ছা।

সখা কী হেরিনু
কাগজের পাতে।
নয়ন ধাঁধিয়া যায়
বাজ পড়ে মাথে॥

আনন্দ। আহা! চলুক চলুক, থামলে কেন ভায়া। মাথায় বাজ পড়া যে এত মিষ্টি তা' কে জানতো বল?

অতনু। তবু মনে লাগে ডর
কাঁপে হিয়া থর থর
কী করিব কী হবে উপায় (দাদা গো)

রুদ্র। চুপ কর। দাদু, আপনার মিষ্টি লাগছে এখন গান?

আনন্দ। কী করি বল ভায়া? জীবনে বাঁচার অর্থ, যে ক'টা মুহূর্ত্ত আনন্দ পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা তো রইলই।

রুদ্র। আপনি কী উপায় ঠাওরালেন তাই বলুন।

অতনু। উপায় আমার হাতে আছে দাদু।'

আনন্দ। বল শুনি।

অতনু। এই চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে আমি যাই বরং।

রুদ্র। তারপর ?

অতনু। সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তবে এটা নিশ্চিত, কিছুদিন যদি টিকতে পারি, ও সমিতি একদম গোল্লায় দেবো।

আনন্দ। মতলব মন্দ নয়। দেখো, যদি পতিগৃহহারা বিরহ কাতরা নারীদের কাছে তোমার অতনু নামের মাহাত্ম্য কিছু দেখাতে পারো।

রুদ্র। তুই যা ফাজিল, তোকে তো দুদিনেই দূর করে দেবে!

অতনু। না দাদা না। সে ভয় নেই। সেখানে গিয়ে এমনি ভোল বদলে দেবো যে চোখে তাদের ঢুল এসে যাবে ; ও জাগরণ আর চলবে না।

রুদ্র। দ্যাখ একটা try নিয়ে, যদি কিছু করতে পারিস। আমার তো আশা হয় না।

অতনু। ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয় তো রে ফল ফলবে না,
বৌ যে কথা বলবে না।

আনন্দ। তুমিই পারবে ভায়া। আমি চলি। কী হয় না হয় মাঝে মাঝে এসে সমস্ত খবর নিয়ে যাবো।

রুদ্র। দেখবেন দাদু একটু বড় মনোকষ্টে আছি!

আনন্দ। আর আমিই কি আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছি? দুরদৃষ্ট আমারও কম নয় ভায়া! তুমি বরং ইচ্ছে করলে দ্বিতীয়বার দার-

পরিগ্রহ করতে পারো কিন্তু আমি তো আর নতুন করে শিপ্রা দিদি জোটাতে পারবো না। আচ্ছা আসি আজ।

রুদ্র। ছাখ অতনু! এখনও ভেবে ছাখ। পারবি তো? শেষে যেন কেলেঙ্কারি করিসনা একটা।

অতনু। পায়ের ধূলো দাও দাদা; পায়ের ধূলো দাও, যেন বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আসতে পারি।

আমি যে ঘুচাব দাদার কালিমা
মানুষ আমিও নহিতো মেষ
Application এখনি লিখিয়া
বৌদির পায়ে করিব পেশ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[জাগরণী সম্মিলনী। সত্যসিন্ধু খবরের কাগজ পড়িতেছে]

নিস্তারের প্রবেশ

সত্য। এই যে!

নিস্তার। কী?

সত্য। অনেকক্ষণ বসে আছি যে!

নিস্তার। মাথা কিনেছেন। কী করতে হবে?

সত্য। তোমার সঙ্গে যে দুটো কথা ছিল নিস্তার!

নিস্তার। ওমা! এ যে একেবারে রাশ নাম ধ'রে ডাকে! আমার সময় নেই, আমি এখন বাজার যাচ্ছি।

সত্য। বাজারেও তোমাকে যেতে হয়?

নিস্তার। হয় না? মাইনে কি আর মুখ দেখে ছায় নাকি?

সত্য। তাহ'লে তো খুব সহজ কাজ নয় তোমার?

নিস্তার। গতর খেয়ে দিলে একেবারে। ঝি বল, চাকর বল, রাঁধুনী বল, বাজার সরকার বল, কেরাণী বল, সবই তো আমি।

সত্য। আহা! তোমার বড় কষ্ট নিস্তার। যাক্, আমার একটা গতি কর।

নিস্তার। কী গতি গো?

সত্য। সেই ভোর বেলা উঠে মুখ না ধুয়েই সোজা হেঁটে চলে এসেছি, নিস্তার, একবার ডেকে দাও।

নিস্তার। কিন্তু দেখা করবার সময় নটার পর, এখন কি করে হয় বাপু?

সত্য। হয় বাছা হয়, একটু মন করলেই হয়। তোমাদের President তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম। একটু খোঁজ নাও না।

নিস্তার। তা, কী যেন আপনার নাম?—

সত্য। এ কদিনের ভিতর ভুলে গেলে নিস্তার?

নিস্তার। কী করি বলুন। রোজ দুবেলা যে কত মড়া আসছে কটা নাম মনে রাখবো বল?

সত্য। বল, নারকেলডাঙ্গার সত্যবাবু।

নিস্তার। ওগো নারকেলডাঙ্গার সত্যবাবুর বাড়ী থেকে গো—

(বনবালার প্রবেশ)

নিস্তার। এই যে মা, আপনার উনি এয়েছেন। আমি বাজারে যাই।

(প্রস্থান)

বনবালা। কী ব্যাপার ?

সত্য। ব্যাপার আমার না তোমার ?

বন। আমার ! আস্পর্দ্ধা কম নয়। শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি তো,—তোমার ঘর আমি করতে পারবো না। আমরা এখন সব স্বাধীন হয়েছি। যাও চলে যাও।

সত্য। কেন পারবে না তার কারণ তো তুমি কিছুই দেখাচ্ছো না।

বন। দেখাচ্ছি না ? আর কেমন করে দেখাব গো ! ইষ্টাম্পে সই ক'রে দিতে হবে নাকি ?

সত্য। আমার অপরাধটা তুমি বল।

বন। কত বলবো ! গলা যে ভেঙ্গে গেল আমার।

সত্য। না এবার আমি সব শুনবো। আমি পিতিজ্ঞে করছি, তুমি তাঁমা তুলসী নিয়ে এসো।

বন। আর দিব্যি গালতে হবে না, সে ধাত তোমার নয়। একবার ঐ বলে বাড়ী নিয়ে গিয়ে আবার সুরু কর তোমার ধাষ্টামো।

সত্য। না আর আমি তোমার গায়ে হাত দেবো না। বাড়ী চল তুমি। আমি যে তোমায় ছেড়ে মরে আছি।

বন। ওসব ছেঁদো কথায় আর পেট ভরে না, যা মিন্সে বেরো !

সত্য। ক্যাবলাকে কিছুতেই রাখতে পারছি না যে !

বন। মরগে যাও—আমার কি ?

সত্য। আর পাঁচু কী রকম দুষ্টু,—তুমি জানতো মেজবৌ। আজ

ক রাত্রি ঘুমুতে দ্যায়নি—দিনের বেলায়, সোয়াস্তি নেই।—আপিস কামাই ক'রে ক'রে কদিন আর থাকি বল!

বন। যম জানে। গায়ে হাত তোলবার সময় সে কথা মনে ছিল না?

সত্য। কসুর হয়েছে মেজবৌ। আর কখনো হবে না; দুধ গরম করতে করতে হাত পুড়িয়েছি সেদিন—কাঁথা কাচতে কাচতে হাতে হাজা হয়ে গেল। একটু দয়া হয় না তোমার?

বন। আহা! দয়া দেখাবার লোকই বটে তুমি। দিনরাত্তির তো কেবল নিজের সুখ স্বস্তি দেখেছিলে, আমার মুখ তো চাওনি!

সত্য। এবার খুব ভালো ক'রে চাইব মেজবৌ। তোমার কোন কষ্ট আর রাখব না। তুমি বলেছিলে কানে ভারী ইহুদি মাকড়ি রাখতে পারো না, তাই হাল্কা দেখে দুটো বটফল কিনে এনেছি।

বন। মরণ তোমার!

সত্য। মোটা খদ্দরের লাল কস্তাপেড়ে পরতে পারো না, এবার তাই হাল ফ্যাসানের মিহি জ্যালজেলে খড়কে ডুরে কিনে এনেছি তোমার জন্যে।

বন। আরে রেখে দাও তোমার খড়কে ডুরে; তোমার ঘর আমি করতে পারব না।

সত্য। আরে শোন, শোন মেজবৌ, যেয়োনা তুমি, আমার মাথা খাও লক্ষ্মীটি—

বন। কী বলবার শীগগীর বল। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

সত্য। রং তোমার কালো হয়ে যাচ্ছে, এক বাক্স কিনে রেখেছি 'যমুনা সাবান'; গন্ধ ভালবাস তুমি, এক শিশি কিনে রেখেছি 'অটো দিলবাহার'!

বন। ফেলে দাও গে আঁস্তাকুড়ে সব। সারাজীবন ঝাঁটা নাতি দিয়ে এখন দিলবাহার দেখাচ্ছেন; আমি চল্লুম—ওপরে সুপুরির গাদা প'ড়ে আছে।

সত্য। সুপুরি কি হবে মেজবৌ!

বন। কী আবার হবে, সুপুরি কেটে দোকানে পাঠালে তারা পয়সা দেবে, তবে তো এখানকার খোরাকি পাব গো!

সত্য। সর্ব্বনাশ! সবাই সুপুরি কাটছে তা হ'লে।

বন। আ তোমার বুদ্ধি! সবাই সুপুরি কাটবে কেন? যার যা কাজ!

সত্য। আর কে কী করে?

বন। কেউ ইস্কুলে পড়ায়, কেউ বাড়াতে মেয়ে ঠ্যাঙায়, কেউ গান বাজনা শেখায়, কেউ ছবি আঁকে, কেউ জামা তৈরী করে, কেউ পশমের কাজ করে, কেউ ক্যানভাসি করে, কেউ কাগজে গল্প দেয়, পদ্য দেয়, আর কত যে কে কা করে—

সত্য। বাঃ! আর তুমি বুঝি সুপুরি কাটো।

বন। হ্যাঁ। আবার মস্করা হচ্ছে কেন? ঝি-গিরি ছাড়া শিখিয়েছো কিছু? গা জ্বালা করে। যাও চলে যাও, এবার এখুনি আবার সিক্রিটারি আসবে।

সত্য। সিক্রিটারি—বেটাছেলে নাকি?

বন। আ মর। বেটাছেলে কেন হতে যাবে? বলি বাড়ীরই না হয় বার হয়েছি, তাই ব'লে ধর্ম্মজ্ঞান নেই নাকি?

[বনবালার প্রস্থান]

সত্য। কী জানি বল?—অসাধ্যি আর তোমার কিছুই নেই—যে খপ্পরে পড়েছো। [সত্যর প্রস্থান]

[পরে প্রবেশ করিল ব্রজদুলাল ও নিস্তার]

নিস্তার। এইখানে বোসো বাপু। আমি বাজারটা রেখে আসি বাড়ীর ভেতর।

ব্রজ। আর কেন বসব? আমার আবার অফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে—তুমি কেন ডেকেই দিয়ে যাওনা।

নিস্তার। বল বল খপ ক'রে নাম বল বাছা।

ব্রজ। গোপাল মল্লিক লেনের দুলালবাবুর বাড়ী থেকে—

নিস্তার। ওগো দুলাল বাবুর লেনে, গোপাল মল্লিকের বাড়ী থেকে গো—

ব্রজ। আরে ধ্যাৎ! সমস্ত উল্টে পাল্টে বল্লে যে!

নিস্তার। আরে স্থাও বাপু স্থাও! ঐ উতিই হবে।

নিস্তার। ওগো দুলাল বাবুর বাড়ী—

[সন্ধ্যাতারার প্রবেশ]

সন্ধ্যা। এই ভোর বেলা চীৎকার ক'রে আমার ঘুম কেন ভাঙালে নিস্তার?

নিস্তার। ওমা—এটা ভোর নাকি? বেলা দশটা বাজে যে—কত ঢংই জানো বাছা—

[নিস্তারের প্রস্থান]

ব্রজ। এত বেলা অবধি তুমি ঘুমোও নাকি?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, প্রাণ ভ'রে ঘুমই আমি। আর আমার কোন দাহ নেই, বুক আমার জুড়িয়ে গেছে।

ব্রজ। ভালো। কিন্তু আর কতদিন এ বুক-জুড়নো ঘুম চলবে শুনি?

সন্ধ্যা। জানিনা। জানতে চাইও না। এ ঘুম চলবে ততদিন, যতদিন না নারীর পরাধীন অন্তর-আকাশ, লাল হ'য়ে ওঠে রঙীন বর্ণচ্ছটায়—যতদিন না—

ব্রজ। থামো—থামো, তোমার ঐ নাকে-কাঁদুনি শুনতে আমি আসিনি এখানে—

সন্ধ্যা। অপমান করছ আমাকে?—কর। কিন্তু এ কাঁদুনি নয়, এ আমাদের পরাধীনতার পরম বেদনার বাণী।

ব্রজ। আচ্ছা সন্ধ্যা, একটুও কি লজ্জা করে না তোমার কথাগুলো এই রকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে? যা স্বাভাবিক নয়, তাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন?

সন্ধ্যা। এই স্বাভাবিক। তুমি প্রতিবাদ করতে পারো আর আমি স্বীকার করতে পারি না? আমি যে ভাবে সহ্য করেছি তোমার অত্যাচার, দ্রৌপদীও পারতেন না—সে রকম অত্যাচার সহ্য করতে।

ব্রজ। আর আমি বুঝি এ যাবৎ তোমার আদরই পেয়ে এসেছি? জীবনের সব ব্যাপারেই কি কাব্য চলে নাকি? ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—একটা পাখী পর্য্যন্ত যখন বাইরে নেই, তখন তোমার সখ হ'ল, দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে মাঠে বেড়াতে হবে। কী ব্যাপার—না তুমি "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে"—আবৃত্তি করবে! একমাত্র রাঁচি ছাড়া পৃথিবীর আর এমন একটা জায়গারও নাম করতে পারো যেখানে তোমার মত লোক বাস করতে পারে?

সন্ধ্যা। অবিরল বাদল ধারায়—উন্মুক্ত মাঠে বেড়ানোর মাধুর্য্য তুমি কি বুঝবে? তুমি বস্তুতান্ত্রিক।

ব্রজ। ঠিক কথা। কারণ অর্থ নামক বস্তু যখন খসে, তখন সেটা আমারই খসে। কাজেই তোমার ঐ অবিরল বাদল ধারার ঠিক পরেই যদি অবিরাম সর্দ্দি কাশী আর জ্বরের কথা আমার মনে আসে সে কি আমার অন্যায়? শুধু কি তাই, চৈত্র মাসের দুপুর রোদ্দুরের চোটে যখন মাথার চাঁদি ফুটি ফাটা হ'য়ে যাচ্ছে, তখন তোমার সখ হ'লো এক মাইল দূরের অশোক গাছে দোলনা বেঁধে দিতে হবে—তুমি ঝুলবে। সারা সপ্তাহ খাটুনির পর রোববারের দুপুরে একটু ঘুমুবো না

অশোক গাছে তোমাকে নিয়ে গিয়ে ঝোলাবো। তুমিই বলতো শুনি?

সন্ধ্যা। তুমি বুঝবে না, বুঝবে না তুমি চৈতের অলস মধ্যাহ্নে অশোক কুঞ্জে ব'সে ব'সে বেণুবনের মর্ম্মর শোনার কি আনন্দ!

ব্রজ। অশোক কুঞ্জ আবার কোথায় দেখলে তুমি? একটা রোগা ডিগ ডিগে অশোক গাছই তো ছিল সেখানে। আর বেণুবনের মর্ম্মরের চেয়ে গোটাকত বেণু কেটে নিয়ে এসে কাছে রাখলে বুদ্ধিমানের কাজ করতাম। তাহ'লে অন্ততঃ তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করতে না।—তা এ ব্যারাকে আছ কতজন তোমরা?

সন্ধ্যা। ব্যারাক! ব্যারাক ব'লে একে ক্ষুদ্র করতে চেয়োনা তুমি; এ আমাদের সম্মিলনী ভবন।

ব্রজ। উচ্ছন্নে যাক্ তোমার সম্মিলনী আর তার ভবন। তুমি বাড়ী ফিরে যাবে কিনা, আমি জানতে চাই।

সন্ধ্যা। কী ক'রে যাবো? কেমন ক'রে যাবো?

ব্রজ। হেঁটে না যেতে পার, গাড়ী নিয়ে আসি।

সন্ধ্যা। কার কাছে যাবো?

ব্রজ। মানকে কলুর কাছে যাবে। কার কাছে যাবো? ন্যাকা হচ্ছো নাকি? কার ঘর থেকে এসেছিলে?

সন্ধ্যা। না না—সেখানে আর ফিরে যেতে চাইনা—কেমন ক'রে যাবো? তুমি কি কোন সাধ মিটিয়েছ আমার?

ব্রজ। আর কি ক'রে মেটাব! সাড়ে তিনশ টাকা মাইনে পাই—মাসের শেষে কড়ায় গণ্ডায় পায়ে ঢেলে দিই তো।

সন্ধ্যা। টাকা। টাকায় কতটুকু সাধ মেটে নিষ্ঠুর?

ব্রজ। টাকায় মিটবে না তো কিসে মিটবে? কাব্য করলেই বুঝি খুব আনন্দ।

সন্ধ্যা। সেবারে দার্জ্জিলিঙে বরফ পড়ছে নবযুথিকার রেণুর মত—তোমায় বল্লুম—"ওগো—চল এই তুষার শুভ্র পথে উন্মুক্ত নীলিমাতলে 'পেঙ্গুইন' পাখীর মত নেচে বেড়াই—তুমি বল্লে—নিমোনিয়া হবে।

ব্রজ। বড় মন্দ কথা বলেছিলুম নয়?

সন্ধ্যা। তুমি জানোনা কি যে ব্যথা পাই—তোমার ঐ কথায়। সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা—চাঁদের আলোয় ঘর ভ'রে গেছে—তোমায় বল্‌লুম "ওগো রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' পড়ে একটু শোনাও"। তুমি বল্লে—'মশা কামড়াচ্ছে—মশারী ফেলো।'

ব্রজ। না বলবো না! সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে রাত তেরোটার সময় তোমায় 'মহুয়া' শোনাই। কারণ কি? না, চাঁদ উঠেছে—আমার মাথা কিনেছে।

সন্ধ্যা। তুমি কি বুঝবে? নিষ্ঠুর, তুমি কি বুঝবে? আকাশে যখন ঝরে রূপালী আলো—

ব্রজ। ধ্যাৎ তোর রূপালি আলো!

[ব্রজলালের প্রস্থান।]

[নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। ওগো সর মা—আর একজন আসছেন।

সন্ধ্যা। উনি কি চ'লে গেলেন নিস্তার?

নিস্তার। শুধু গেলেন? একেবারে ফরকে গেলেন—নিতে এসেছিল বুঝি?

সন্ধ্যা। হুঁ!

নিস্তার। হুঁ কি গো! তুমি কি বললে?

সন্ধ্যা। কথা বলতে আমার ভালো লাগছে না নিস্তার। নিস্তার, আমার জন্য একটু আইসক্রিম ক'রে দাও তো।

নিস্তার। কি কিরিম বল্লে?

[সন্ধ্যার প্রস্থান]

মাথা গরম হ'য়ে গেছে—ন্যাড়া হ'য়ে ঘোল ঢালগে যা মাথায়—কিরিম কি হবে? যতসব আদিখ্যেতা—

[সলিলের প্রবেশ]

সলিল। আছেন?

নিস্তার। কী করে জানব বাপু? দুচারজন তো নয়, একেবারে রাবণের গুষ্টি!

সলিল। তা হোক্—তা'কে একবার দেখলে ভোলবার নয়।

নিস্তার। সে কে?

সলিল। চাঁপা ফুলের মতন রং, কালো কালো বড় বড় চোখ—হাসলেই গালে টোল পড়ে —

নিস্তার। টোল অমন অনেকেরই পড়ছে দিনরাত বাবু—নাম বল যা বুঝতে পারব!

সলিল। সব নামই কি তোমার মুখস্ত আছে?

নিস্তার। মুখস্ত থাকলে কি আর গতর খাটিয়ে খাই? তবু—শুনি কী তোমার ত্যানার নাম? হাঁক পাড়লেই বোঝা যাবে আছে কি নেই।

সলিল। তার নাম প্রস্থন-মদ-গন্ধিকা!

নিস্তার। গন্ধিকা! কি জাত বাছা? খোট্টানি মোট্টানি নয় ত?

সলিল। না—সে আমারি প্রিয়া…

জীবন মরণ কো সাথী
তোঁহে না বিসরি দিনরাতি !...

নিস্তার। পাগল নাকি ! উদিকে যাও বাছা, উদিকে যাও !—এখানে কি আছে ?

সলিল। ডেকে দেবে না একবার ? বুক যে আমার মরু হ'য়ে গেছে —দাও দাও একবার ডেকে দাও !

নিস্তার। শুধু দ্যাও দ্যাও ক'রে মরছ কেন ? কী ব'লে ডাকব তাই বল না ?

সলিল। চাঁপা দীঘির সলিল কুমার—

নিস্তার। ওগো চাঁপা দীঘি—

[শিপ্রার প্রবেশ]

শিপ্রা। এ রকম চেঁচাচ্ছ কেন নিস্তার ?

নিস্তার। ঐ উনি দীঘির খোঁজে এয়েছিলেন—

শিপ্রা। দীঘি !

সলিল। আজ্ঞে—আমার—

শিপ্রা। না—এখানে নেই। নিস্তার ! তোমার সকল কাজ সারা হ'য়ে গেছে ?

নিস্তার। না মা কৈ আর হোলো—সকাল থেকে নোক তাড়াব, না—হাঁড়ি ধরব মা !

শিপ্রা। বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে, রান্নাঘরে তুমি যাও। গৌরী আর মেনকার স্কুলে আবার attend করতে হবে ঠিক সময়। বুঝলে !

নিস্তার। বুঝেছি দিদিমনী !

শিপ্রা। আর বিকেলের জল খাবার সব ঠিক ক'রে রেখে দেবে—কালকে রেবা আর সবিতা নালিশ জানাচ্ছিল !

নিস্তার। ওনাদের কথা আর বোলো না মা—পেট যেন ভূঁয়ে পড়েছে ; বেলা বারোটার সময় গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে তিনটে না বাজতে বাজতে ক্ষিদে কি দিদিমনী ? বলি, একি জগ্যি বাড়ী যে সব সময় চিতে জ্বালিয়ে রাখব !

শিপ্রা। তা হোক ! তোমার অসুবিধে কি ! সঙ্গে বামুনঠাকুর রয়েছে—দু'জনে মিলে ক'রে নিতে পার না ?

[শিপ্রার প্রস্থান]

নিস্তার। দেখ বাপু, তুমি আর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না—বড় গিন্নি যা চটান চটেছেন—

সলিল। দেখা হবে না ? সাগরের কূলে এসে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে ফিরে যাবো।

নিস্তার। দেখ বাপু, তুমি বড্ড বাজে বকতে পারো। তোমার কি আর কাজ নেই ?

সলিল। কাজ ? বুকের স্পন্দন থেমে গেছে আমার, তাকে ছেড়ে আর আমার কি কাজ থাকতে পারে ?

নিস্তার। না যদি থাকে—মাঠে মাঠে ঘোরো গে বাছা—আমি আর তোমার সঙ্গে বকতে পারি না—আমার কাজ আছে—

[নিস্তারের প্রস্থান]

সলিল। অয়ি মূঢ়ে ! বুঝলে না তুমি—বুকের যে কী ব্যথা—কী ব্যাকুলতা—

[সলিলের প্রস্থান]

[দিব্যেন্দু ও অনুপমার প্রবেশ]

দিব্যেন্দু। তা যাই বল আর তাই বল, আজ তোমাকে খুব ধরেছি কিন্তু।

অনু। এতে ধরাধরি কি আছে? আমার দরকার ছিল, আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা হোল—ভালই। না দেখা হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

দিব্যেন্দু। তোমার ক্ষতি আর কি হবে বল! ক্ষতি যা হচ্ছে আমার। সে যাক্—সে কাঁদুনি গাইতে আমি আসি নি।

অনু। তবে কি জন্ত এসেছ শুনি?

দিব্যেন্দু। যে কটি বংশধরকে রেখে এসেছ আমার জিম্মায় তাদের নিয়ে আমি যে মারা যেতে ব'সেছি।

অনু। কেন?

দিব্যেন্দু। পরশু রাত চারটের সময় নিতু উঠে কাঁদতে আরম্ভ করল—জল খাবো জল খাবো ক'রে—খাওয়ালুম এক ঘটি জল—সকালে উঠে দেখি দিব্যি জ্বর হ'য়েছে।

অনু। সর্ব্বনাশ। রাত চারটের সময় শুধু জল। ওযে সে সময় দুটো পান্তুয়া খেয়ে জল খায়!

দিব্যেন্দু। কী ফ্যাঁসাদ! আর বাদ বাকী সবাই কে কী খায়?

অনু। বেলা দশটার মধ্যে নন্টু আর পন্টু খায় পোরের ভাত। ১১টায় স্যাগো খায় মিছরির পানা। ১টার সময় গজেন, রাজেন, আর তেজেনের অভ্যেস মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া।

দিব্যেন্দু। সর্ব্বনাশ!

অনু। সর্ব্বনাশ কেন?

দিব্যেন্দু। এর একটাও যে আমি ঠিক রাখিনি গো, যাকৃগে ব'লে যাও—তারপর—

অনু। রণু, অনু, আর পানু সন্ধ্যের সময় মুড়ি খায় গাওয়া ঘি দিয়ে ভাজা। আর—

দিব্যেন্দু। আর?

অনু। আর আন্নার জন্য রাত্রি ১টার সময় গরম একটুখানি চা; ওর আবার সর্দ্দির ধাত কিনা।

দিব্যেন্দু। ও বুঝেছি।

অনু। একটু ভাল ক'রে দেখাশুনো কোরো। তোমার বোঝা উচিত যে ছেলে মানুষ করতে হ'লে কী কষ্ট করতে হয়। এখন যাও—আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

দিব্যেন্দু। আচ্ছা—

অনু। হ্যাঁ—আর শোনো। নিতুর জ্বর হয়েছে বললে, দেখছে কে তাকে?

দিব্যেন্দু। অকরুণ ডাক্তার!

অনু। অকরুণ ডাক্তার! তোমার কি একটুও মায়া দয়া নেই।

দিব্যেন্দু। তা কাকে ডাকব বল?

অনু। দয়ালবাবুকে!—পাশের বাড়ীর অকরুণবাবুকে ছেড়ে সামনে বাড়ীর দয়ালবাবুকে—বুঝলে? যাও!

[উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান]

[প্রবেশ করিল স্বাহা ও তনিমা]

স্বাহা। Oh no! no!—আজ সকালে আর তোমার কোন Excuse শুনবো না—খেয়ে এবেলা তোমায় যেতেই হবে।

তনিমা। স্বাহাদি! জানোই তো একে বাবা মা কি রকম চটেছেন, এর উপর যদি বাড়ীর খাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করি—তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে না।

স্বাহা। রক্ষে! what do you care for them?

তনিমা। তা ছাড়া রক্ষে পাবার আমার দরকারই বা কি? যাকে স্বামী চায় না—তার জীবন থাকা না থাকা দুইই সমান।

স্বাহা। দেখ তনিমা! এ জিনিষটা আমি ভয়ানক hate করি। can't you lead your single life?

তনিমা। পারি। কিন্তু সে জীবন চালানোয় লাভ কি স্বাহা দি? তিনি যদি উপেক্ষাই করেন আমাকে সে আমার সহ্য হয়?

স্বাহা। Don't be sentimental my friend! তার উপেক্ষার মূল্য কি? Stand on your own legs.

[নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। সকালে উঠেই আপনি বেরিয়ে গেলেন, তাই চা দিতে পারিনি। এখন খাবে কি?

স্বাহা। খাবো! তাই ব'লে এখানে? যাও—আমার টেবিলে রেখে এসো—আর দ্যাখো এই cream cracker biscuitএর tinটা রেখে দাও তোমার কাছে, রোজ চাএর সঙ্গে দেবে। তোমার Nasty হালুয়া আমার সহ্য হয় না।

নিস্তার। 'ক্যাকার' তো আমি রাঁধতে জানিনা মা—

স্বাহা। Rotten! রাঁধবার জিনিষ এ নয়—বিস্কিট বিস্কিট—বিস্কুট খাওনি কখনও?

[নিস্তারের প্রস্থান]

তনিমা, এখনও ভেবে দেখ তুমি কি করতে চাও!

[শিপ্রার প্রবেশ]

শিপ্রা। এই যে স্বাহা! সবশুদ্ধ কখানা Application পেলে?

স্বাহা। Only six, তাও কোনোটা satisfactory নয়—এর ভেতর তা ছাড়া দুজন Interview দিয়ে গেছে—সেও bogus.

শিপ্রা। তা কি করবে ঠিক করেছো?

স্বাহা। তুমিই বল শিপ্রাদি!

শিপ্রা। আমি বলছিলুম কি আর দু' একদিন দেখে ওর ভেতর থেকেই একজনকে select ক'রে নাও—কাজ কর্ম্মের ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে নিজেদের সমস্ত দেখাশুনা করা! Impossible.

স্বাহা। Difficulty কি জানো শিপ্রাদি—ভালো unmarried লোকই পাওয়া যায় না—

শিপ্রা। এই unemployment-এর যুগে চাকরী করবার লোক পাওয়া যায় না?

স্বাহা। যাবে না কেন? এক অতি-তরুণ unmarried আছে—নয়, একেবারে old bachelor; কাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে শুনি? তা ছাড়া কম Pay!

শিপ্রা। বুঝেছি। দেখি কি করা যায়। তনিমা দেবীর কি এখানে থাকা কোন রকমেই সুবিধে হবে না?

তনিমা। দেখুন—কিছু মনে করবেন না। অর্থে সামর্থে আমি সবরকমেই আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানে থাকা—

শিপ্রা। That's alright! আপনার স্বামী কি এর ভেতর খোঁজ নিয়েছেন আপনার?

তনিমা। এসেছিলেন দু'দিন—দু'দিনই আমি বাড়ী ছিলুম না।

শিপ্রা। দেখা হ'লে এইটেই শুধু বুঝিয়ে দেবেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা না হ'লেও আপনার দিন চলে।

[শিপ্রার প্রস্থান]

স্বাহা Oh yes! He must be taught a good lesson. —চল চা খেয়ে আসি।

[স্বাহা ও তনিমার প্রস্থান]

[বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ ও নিস্তারের প্রবেশ

নিস্তার। দুদণ্ড কি লোকের কামাই নেই না?—কে র‍্যা?

[প্রভাতকিরণের প্রবেশ]

প্রভাত। বাড়ীতে কে আছেন?

নিস্তার। সবাই আছেন। রাস্তার নাম আর তোমার নাম বল। ডেকে দিয়ে কাজে যাই।

প্রভাত। এটাই কি 'নারী জাগরণী সম্মিলনী'?

নিস্তার। বকাসনি বাবা। নাম বল ডেকে দি।

প্রভাত। তুমি কি ঠিক জানো সে এখানে আছে?

নিস্তার। তা নেই তো মরতে এসেছো কেন বাবা?

প্রভাত। আচ্ছা তুমি ডেকেই দাও।—তনিমা দেবী।

নিস্তার। বাপু তোমার নাম বল না কেন?

প্রভাত। পটল ডাঙ্গার প্রভাত।

নিস্তার। ওগো, পটল ডাঙ্গার প্রভাতবাবুর বাড়ী গো—

প্রভাত। ছিঃ, অমনি ক'রে কি ডাকে না কি?

নিস্তার। ওমা তুমি বুঝি নতুন এয়েছো?—

[নিস্তারের প্রস্থান। পরে প্রবেশ করিল তনিমা]

প্রভাত। এই যে তুমি এখানে আছো।

তনিমা। কী চেয়েছিলে ?

প্রভাত। আর কিছু না হোক—অন্ততঃ তোমাকে এখানে দেখব না—এইটেই আশা করেছিলুম তনু !

তনিমা। ভালো। তোমায় নিরাশ করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। এবার যেতে পারো।

প্রভাত। কী বলছ তনু ?

তনিমা। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

প্রভাত। হ্যাঁ। কষ্টই হচ্ছে আমার। আজ নারী জাগরণীর দলে মিশে তুমি আমাকে বলছ চ'লে যেতে—একথা সহজে বোঝা যায় ?

তনিমা। সহজে অনেক কিছুই বোঝা যায় না। ১৯ খানা চিঠি লিখে উত্তর না পাবার কারণ আজো বুঝতে পারিনি।

প্রভাত। এই তোমার অভিমান !

তনিমা। শুধু এই ! তুমি জানোনা আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছো।

প্রভাত। কী বলতে চাইছ ?

তনিমা। তা যদি বুঝতে, আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।

প্রভাত। ভুল বুঝেছ তনু—Examination-এর জন্য অবসর আমার এতটুকু ছিল না। সমস্ত দিন কী পরিশ্রম করতে হোতো—সে খবর পাঠিয়েছি তো এখানে।

তনিমা। আমাকে তো পাঠাওনি তুমি। আশ্চর্য্য !—যার জন্য দিনে রাতে আমার ঘুম নেই—এক কলম চিঠি পাবার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে থাকতুম 'কথন পিওন আসবে ?'—'কথন পিওন আসবে ?'—আর তার কিনা এমনি ব্যবহার !

প্রভাত। পরীক্ষা হ'য়ে গেলো—এবারে সব সময়ই তোমাকে কাছে পাবো তনু।

তনিমা। দরকার নেই তার। Universityর সমস্ত ডিগ্রির মালা গলায় প'রে, অন্য একজনকে বিয়ে করগে তুমি।

প্রভাত। ছি! তনু। তোমাকে ছেড়ে আবার বিয়ে?

তনিমা তোমরা সব পারো। ভোলাতে তোমাদের দেরী হয় না। বিয়ের পর তোমাকে আমিও 'আকাশের চাঁদ' ব'লে ভেবেছিলুম।

প্রভাত। আর আজ?

তনিমা। কেউ নও—কেউ নও তুমি।

[নেপথ্যে স্বাহার ডাক—'তনিমা!']

আমায় ডাকছে আমি চল্লুম।

প্রভাত। আবার কবে দেখা হবে তনু?

তনিমা। দেখা আর তোমার সঙ্গে হবে না—হবে না।

[তনিমা ও প্রভাতের ভিন্নদিকে প্রস্থান। অতনুর প্রবেশ]

অতনু। বাড়ীতে কে আছেন?

[নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। নাম, ঠিকানা?

অতনু। আপনি এ বাড়ীর?

নিস্তার। ও বাব্বাঃ—এ যে আবার আপনি ব'লে কথা কয়? চোর ছ্যাঁচোড় নয় তো! আমি এ বাড়ীর বামনী বাছা—

অতনু। ওঃ! সেক্রেটারী এখন আছেন?

নিস্তার। আছেন। ক্যাকার খাচ্ছেন।

অতনু। এই শ্লিপটা দিয়ে এসো।

[নিস্তারের প্রস্থান]

[একটুপরে প্রবেশ করিল শিপ্রা]

শিপ্রা। আপনিই স্লিপ পাঠিয়েছেন ?

অতনু। হ্যাঁ।

শিপ্রা। কী দরকার আমায় বলুন।

অতনু। আপনিই কি "নারী জাগরণীর" সেক্রেটারী ?

শিপ্রা। না।

অতনু। তাঁকে একবার দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিতে পারেন ?

শিপ্রা। তাঁর সঙ্গে কি আপনার private কিছু আছে ?

অতনু। না।

শিপ্রা। তা হ'লে আমায় বলতে পারেন। অবিশ্যি কথাটা যদি সম্মিলনী সম্পর্কীয় হয়।

অতনু। হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই।

শিপ্রা। Take your seat please.

[নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। ওগো শিপ্রাদিদি—শীগগীর এসো গো—

শিপ্রা। কী হয়েছে ?

নিস্তার। মা অমুর সেলায়ের কলে হাত একদম ফাঁক হয়ে, গল গল গল গল ক'রে—

শিপ্রা। স্বাহাকে বলগে।

[নিস্তারের প্রস্থান]

অতনু। আপনিই এখানকার সভানেত্রী।

শিপ্রা। হ্যাঁ।

অতনু। দেখুন, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই আমি এসেছি।

শিপ্রা। কী করেন আপনি ?

অতনু। আজ্ঞে, কিছু করি না ব'লেই তো এখানে আসা।

শিপ্রা। আপনার নাম ?

অতনু। অতনু মুখোপাধ্যায়।

শিপ্রা। Application এনেছেন।

অতনু। আজ্ঞে না তো।

শিপ্রা। Application না নিয়ে চাকরী করতে এসেছেন—কি রকম লোক আপনি ?

অতনু। ঐ রকম।—দেখুন, কখনও চাকরী করিনি কিনা—এখুনি লিখে দেবো ?

শিপ্রা। দরকার নেই। Qualification ?

অতনু। আজ্ঞে—ম্যাট্রিক পাশ করেছি।

শিপ্রা। এতদিন আপনি কিছুই করেন নি।

অতনু। আজ্ঞে—চাকরী আমি করবই না ঠিক ক'রেছিলাম—শেষে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানের কথা শুনে মনটা কেমন হলো।

শিপ্রা। আপনি বিবাহ করেছেন ?

অতনু। না করিনি। আর করলেই বা কি হোতো বলুন ?

শিপ্রা। কেন ?

অতনু। বাড়ীতে তো আমার থাকত না সে—আপনাদের একজন মেম্বর বাড়ত মাত্র।

শিপ্রা। কেন থাকত না ? আপনি তার ওপর দুর্ব্যবহার না করলেই থাকত।

অতনু। সে কি আর পারতুম ? আমিও তো বাংলা দেশের স্বামী হতুম একজন।

শিপ্রা। সে কথা ঠিক। শিক্ষার তাদের অনেক বাকী।

অতনু। আজ্ঞে। নইলে আর আপনাদের সম্মিলনীর প্রয়োজন কিসের?

শিপ্রা। সে যাক্। আমাদের মাইনের কথা আপনি জানেন না বোধ হয়।

অতনু। শুনেছি—যোগ্যতা অনুসারে দেবেন।

শিপ্রা। হ্যাঁ। আপাততঃ ২৫ টাকার বেশী দিতে পারব না; বুঝেছেন তো নতুন Organisation!

অতনু। হ্যাঁ। আর আমারও নতুন চাকরী; যোগ্যতা অনুসারে ঠিকই হয়েছে।—তা কি করতে হবে।

শিপ্রা। বিশেষ কিছু নয়। সামান্য একটু লেখাপড়ার কাজ। Mainly আমাদের সমস্ত accounts রাখা—তা ছাড়া দু'চারখানা চিঠি পত্র লেখা—Members List করা, Bank থেকে টাকা পত্তর আনা।

অতনু। ও বুঝেছি। সে আমি পারব'খন। তা duty কী রকম দিতে হবে।

শিপ্রা। সে কিছু Fixed নেই—কাজকর্ম্ম Smoothly manage ক'রে দিলেই আপনার ছুটি। আমি আপনাকেই appoint করলুম। Formally একটা application লিখে আনবেন।

অতনু। আচ্ছা। কবে থেকে আসব বলুন।

শিপ্রা। কাল morning থেকেই।

অতনু। নমস্কার!

শিপ্রা। নমস্কার!

চতুর্থ দৃশ্য

রুদ্রেশ্বরের বাড়ী

অতনু। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এবং উপস্থিত বন্ধুবর্গ। আমাদের এ সভার নাম দেওয়া হ'ল Husband's Protection League. আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটা মহা বিপদের প্রতীকার করতে। জাগরণী সম্মিলনীর প্যাচে আজ আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত। অবিশ্যি আমি কুমার হ'লেও, নিজেকে আপনাদের থেকে আলাদা ক'রে রাখবো না। কারণ আমারই বন্ধুর স্ত্রী সেখানকার সেক্রেটারী, তিনিও আপনাদের মতই বিরহবিধুর ···। আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের বক্তব্য বলুন, আমি নোট ক'রে নিই!

ব্রজ। বক্তব্য আর কী থাকবে মশাই? ক্ষতি যা হবার হয়েছে তা তো হয়েছেই এখন আমার মতে ওদের ছেঁটে বাদ দেওয়াই ভাল। দু চারদিন হয়ত কষ্ট হবে, তারপর সব সয়ে যাবে।

অতনু। ছেঁটে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আমার খুব অসঙ্গত বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা, সেখানকার সভানেত্রী কুমারী শিপ্রা দেবী, আমাদের আজকের সভাপতি আনন্দ বাবুর নাতনী। তাঁকে যে রকম ক'রে হোক্ ফিরিয়ে আনতেই হবে। তারপর বাদ দিন আমার অমত নেই।

সত্য। বাদ দেওয়া মানে কী?

অতনু। মানে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করা। সেখানে যাব না, চিঠিপত্রও লিখবো না, যতদিন না তাঁরা নিজেরা এসে কেঁদে আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

সত্য। পাগল নাকি? তাই কখনো আসে?

অতনু। কেন আসবে না? আর যদি নাই আসে না আসুক, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

সত্য। ক্ষতি হবে না বলবেন না, ক্ষতি খুবই হবে। তা যাকৃগে মরুক্‌গে, হলেই বা আর করছি কি? বলছেন যখন দিন তবে বাদই দিন ছেঁটে। কাজ নেই আর, ওসব ভ্যাজালে।

আনন্দ। এরই মধ্যে হতাশ হ'লে কি চলে? আপনারা একে একে আপনাদের বক্তব্য বলুন, অতনু লিখে নিক।

সলিল। আমার কথা লিখুন। আমি তাকে কখনও করিনি কোন অত্যাচার, করিনি তিরস্কার। আমি শুধু তাকে শোনাতে চাইতাম আমার কবিতা। কিন্তু কবিতা সে শুনতোনা। আমি কবিতার খাতা বের করার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াত। ঘন দীর্ঘ কালোচুলের বেণী দুলতো তার পিঠে, বাতাসে উড়তো আসমানী আঁচল, যৌবনের ছন্দে—

অতনু। বুঝেছি, বুঝেছি, স্ত্রীর নাম?

সলিল। প্রসূন-মদ-গন্ধিকা।

আনন্দ। বানানটা ঠিক রেখো হে অতনু! আচ্ছা আপনি বসুন দয়া ক'রে। ব্রজদুলাল বাবু আপনি এবার বলুন।

ব্রজ। আমার কিছুই বলাবলি নেই মশাই! আমি কাজের মানুষ আর তিনি স্বপ্নলোকের—কাজেই বনলো না। আমি একবার গিয়েছিলাম ডাকতে কিন্তু আর যাচ্ছিনে। নিজে থেকে আসেন ভালই, না আসেন ক্ষতি নেই। লিখে নিন তার নাম হচ্ছে সন্ধ্যাতারা।

আনন্দ। তা ভাবের সঙ্গে বেমানান হয়নি। আচ্ছা আপনি বসুন। প্রভাতকিরণ বাবু—!

প্রভাত। দেখুন, ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, সে বললে আমার চেয়ে তোমার পরীক্ষাই বড় হয়েছে, যাও তাই নিয়ে থাকোগে, আমাকে আর কেন? কিছু বুঝতে না পেরে আবার জিগ্যেস করলুম তোমার অভিযোগটা খুলে বল আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। এর উত্তরে সে কাঁদতে কাঁদতে অন্য ঘরে চলে গেল।

আনন্দ। বুঝেছি। তাঁর নামটা বলুন দয়া করে?

প্রভাত। তনু।

আনন্দ। অতনু?

অতনু। শুধু তনু?

প্রভাত। আজ্ঞে না, নাম তার তনিমা। আমি আদর ক'রে তনু বলি।

আনন্দ। ও—আদর ক'রে! আচ্ছা আপনি বসুন। সত্যসিন্ধু বাবু!

সত্য। হুঁ।

আনন্দ। আপনার বক্তব্য বলুন।

সত্য। আপনাদের কি কোন মতের ঠিক নেই মশাই?' এই বলছেন বাঁধন ছিঁড়তে হবে, যাওয়া বন্ধ করতে হবে হ্যানো ত্যানো সাত সতেরো। আবার বলছেন—লিখে নিই। লিখে কী চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে বলতে পারেন আমাকে? ও সব বাজে ফাজলামির মধ্যে আমি নেই। তা যাকৃগে মরুকগে যাক্—বলছেন যখন লিখেই নিন। আপনি লিখতে পারবেন আর আমি বলতে পারবোনা? লিখুন ন বছর বয়সে প্রথম বিয়ে হয়, এ যাবৎ ছিলাম ভালই। এখন এই শেষ বয়সে গোটা পাঁচ সাত ছেলে, খান চারেক নাতি নাতনি আর এক পেল্লায় সংসার আমার

ঘাড়ে চাপিয়ে—আমি মশাই কাজ করি, না এই করি? কী যে কষ্টে পড়েছি—তা সে যাক্‌গে মরুক্‌গে যাক্—বলছেন যখন, লিখুন—

আনন্দ। স্ত্রীর নাম?

সত্য। বনবালা।

আনন্দ। বনবালা? তা তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ করেননি তো। আচ্ছা বসুন আপনি। Mr চাউডুরি—

চাউডুরি। লিখুন, my name is চঞ্চল চাউডুরি and her name শোভনা। বাঙালীর মেয়ে বিয়ে করাই আমার ভুল হয়েছিল। Miss Dorothy Christieর কথা তখন শুনলেই হোতো, তবে তাকে যদি একবার পাই—I will sue that হারামজাদি।

আনন্দ। গালাগাল না হয় পরে দেবেন। আপাততঃ আপনার অভিযোগটা তো বলুন।

চাউডুরি। No অভিযোগ at all. আমি বেশী রাতে বাড়ী ফিরি ব'লে সে খুব কান্নাকাটি করতো: and I care a straw for such কান্নাs and পায়ে ধরাধরিs—বুঝলেন?

আনন্দ। বুঝেছি। আপনি এবার বসতে পারেন। গোবরবাবু।

গোবর। ওহো-হো হো! আমাকে আর কিছু শুধুবেন না স্যার! এই সেদিনও সাতভরি সোনার হার এনে দিয়েছি। ইস্তিরির জন্য আমি এত ক'রে মরি, তবু মন পাইনে মশয়—

আনন্দ। কি করেন আপনি?

গোবর। বসুমাতা নাট্য সমাজে নাচ শেখাই—বিশ পঁচিশ টাকা যা পাই—তা দিয়ে এক রকম ক'রে সংসার চালাই। ভালবাসার টান—বুঝলেন না? নাম লিখে নিন্ গোলাপী!

আনন্দ। আপনার কতদিন বিয়ে হয়েছে?

গোবর। তারিখ টুকে রাখিনি মোশয়। সাতও হ'তে পারে, সতেরোও হতে পারে—দেখতে মশয় এক তেজের পিপে—বামুনের দায় উদ্ধার ক'রে দিয়েছিলুম। তা খুব পিতিফল দিলে গোলাপী।—সন্ধান দিতে পারেন তার?

আনন্দ। অতনু! এর জন্য একটু বিশেষ চেষ্টা কোরো হে। আচ্ছা বস্থন আপনি। দিব্যেন্দুবাবু, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে—

দিব্যেন্দু। বলবার মত আমার কোন কথা নেই। যদি তার সঙ্গে দেখা হয়—তবে দয়া ক'রে বলবেন যে এই ১১টি ছেলে নিয়ে আমি অফিসই বা করি কখন—আর তাদের দেখাশুনাই বা করি কখন?—এইটে শুধু ভেবে সে যেন একখানা চিঠি লেখে।

আনন্দ। ছেলে বুঝি আপনার ১১টি।

দিব্যেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ!

আনন্দ। বাঃ! সোণার সংসার! কী বল অতনু?

অতনু। হুঁ।

আনন্দ। আজকে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে এর বিপদ-টাই সব চেয়ে বেশী—কী বল?

অতনু! হুঁ।

দিব্যেন্দু। বিপদ ব'লে বিপদ? কল্পনা করুন দেখি যে এই এগারোটির ৪টির বয়স ৫ থেকে ১ বছরের মধ্যে আর সব চেয়ে ছোটটি ৬ মাসের। সারা রাত্রি বই হাতে নিয়ে পাহারা দি—কারণ প্রতি দেড় ঘণ্টা অন্তর ১ জনের বাইরে যাওয়া অভ্যাস! কাজেই ও জেগে থাকাই ভাল! শিগগিরই মরবো এতো জানিই—জেগেই মরি।

সত্য। যা বলেছেন! নারীজাতি অতি অধম জাত! গাছে তুলে মই কেড়ে নেবার ওরা একজন।

আনন্দ। আচ্ছা থাক্ এখন ওসব তর্ক বিতর্ক। এখন আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন। কিছুদিন আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন বোধ হয় যে "নারী জাগরণী সম্মিলনীর" একজন কেরাণীর প্রয়োজন? আমাদের এই অতনু বাবু সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন! আপনাদের স্ত্রীরা সেখানেই আছেন—এঁর কাছ থেকে মাঝে মাঝে আপনারা সব খবরই পাবেন। কিন্তু তার আগে আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আপনারা ঘুণাক্ষরেও একথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না যে অতনু আপনাদের সংবাদ দিচ্ছে।

সকলে। প্রকাশ করবো না—করবো না।

আনন্দ। বেশ, এইবারে আপনারা আবার এক এক ক'রে বলুন—আপনাদের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ লে এ কি বলবে! তাদের জানবার যদি কোন কথা থাকে আপনাদের, তা হ'লে বলুন।

ব্রজদুলাল। সন্ধ্যাতারাকে বলবেন সে যদি এখনও নিজের ভাল না বোঝে, তা হলে পরে যেন আমাকে দোষ না করে। কারণ আমি কাজের মানুষ—আমি এ রকম ভাবে suffer করতে পারবো না। তার জন্য আর দিন দশেক wait ক'রে দেখবো,—যদি না আসে তা হ'লে আমি আবার বিয়ে করবো। পাত্রী আমার হাতেই আছে।

সত্যসিন্ধু। আমার কথা বলবেন যে, কেন আর আমায় এমন ভাবে দগ্ধে মারছে, বাইশ বছর এক সঙ্গে কাটিয়ে একটা মায়া দয়াও তো থাকা দরকার। দাসীতে সুপুরী কাটে—তার কি নিজে সুপুরী কেটে দিন গুজরাণ করা পোষায়? এরকম কষ্ট ক'রে থাকবার দরকার কি?

[illegible]ী। শোভনাকে বলে দেবেন—সে যেন আমার সঙ্গে আর দেখা না করে, দেখা হলে আমি চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে নেবো।

সলিল। আমার সে প্রিয়া, আমার সে মানসীকে জানাবেন যে

আমি আর কবিতা শোনাবো না—সে যেন দয়া ক'রে ফিরে আসে। তার বিরহে আমার বুক হোয়ে গেছে গোবী-সাহারা—

দিব্যেন্দু। অনুপমাকে এই কথা বলবেন—সে যেন একটু সময় ক'রে এসে এগারোটি ছেলের পাঁচটিকে অন্ততঃ তার সঙ্গে নিয়ে যায়—ভাগাভাগি হ'লে অর্দ্ধেকই তো হওয়া উচিত।

প্রভাতকিরণ। তাকে বলবেন তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু সে যে আমাকে ভুল বুঝলো এই অভিমানটুকু চিরকাল আমার মনে লেগে থাকবে।

গোবর। গোলাপীকে বলবেন সে যেন আমার সাত ভরির সোনার হারটা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কোন সম্বন্ধ আর রাখবো না আমি।

আনন্দ। আচ্ছা আজকের মত সভাভঙ্গ হোক। আবার যেদিন আসতে হবে সেদিন স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের চিঠি দেওয়া হবে। আচ্ছা নমস্কার!

অতনু। নমস্কার!

সকলে। নমস্কার, নমস্কার!

(একটু পরে)

আনন্দ। অতনু।

অতনু। না দাদু এখন আর রসালাপ নয়—আমার আপিসের বেলা হ'য়ে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

সম্মিলনী ভবন

[অতনু ও নিস্তার]

নিস্তার। এই চিঠিগুলো এসে প'ড়ে আছে সকাল থেকে—আপনি এলেন একেবারে সন্ধ্যে ক'রে।

অতনু। দেখি দাও। সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট কেউ বাড়ী নেই, নয়?

নিস্তার। না।

অতনু। একটু দরকার ছিল তাঁদের সঙ্গে।

নিস্তার। আপনার দরকারের জন্যে তারা তো সমস্ত দিন হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে পারে না। আপনি যে কখন হুট্ ক'রে আসেন আর পুট্ ক'রে কখন যান তার ঠিক নেই! বলি, চাকরী আমিও করছি তো—নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই একদণ্ড।

অতনু। এক কাপ চা খাওয়াতে পারো নিস্তার।

নিস্তার। উনুন জোড়া বাবা—খার সেদ্ধ হচ্ছে।

অতনু। খার সেদ্ধ হচ্ছে!

নিস্তার। হ্যাঁ। ধোপার পয়সা এঁরা বেমালুম বাঁচিয়েছেন। যাই—২১ খানা সাড়ী আর ১৯টা সেমিজ ঠ্যাঙাই গে!—তা, ইস্‌টোপ ধরিয়ে একটু ক'রে দেবো কি?

অতনু। থাকগে দরকার নেই। তোমাদের বড় দিদিমণি মানে প্রেসিডেন্ট তোমাদের—

নিস্তার। হ্যাঁ—হ্যাঁ বুঝেছি, বলনা গো—শিপ্রাদিদি—

অতনু। হ্যাঁ—হ্যাঁ শিপ্রাদিদি, বেশ লোক তিনি—কি কাজ করেন তিনি? মাষ্টারনী নাকি?

নিস্তার। ওমা! মাষ্টারনী হবে কেন গো! ওঁর পয়সার অভাব কি? উনি যে মস্ত বড়লোকের নাতনী গো!

অতনু। দিনরাত করেন কি উনি?

নিস্তার। ছবি আঁকেন।

অতনু। অ।

নিস্তার। হ্যাঁ। কি যে সব সোন্দর সোন্দর মেয়ের মুখ—গাছ পালা—পুকুর—হাতী ঘোড়া—

[বনবালার প্রবেশ]

বন। রান্নাঘরে কি চড়িয়ে এয়েছো গো, পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে।

নিস্তার। ওমা সেকি! তোমাদের কাপড় চোপড় সেদ্ধ হচ্ছে যে! ধাঃ, আজই আমার চাকরী গেল বুঝি!

(প্রস্থান)

বন। ন্যাকা!···দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

অতনু। বলুন।

বন। চাকরী কি লোকে সন্ধ্যের সময় করে? একটু বেলাবেলি এসো। বাড়ীতে তো তোমার ছেলে পুলে নেই?

অতনু। আজ্ঞে না।

বন। তবে আমাদের কেন কষ্ট দ্যাও বাপু, সেই সকাল থেকে পয়সা আঁচলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অতনু। কিসের পয়সা?

বন। সুপুরী কাটার। ন্যাও ধরো—

অতনু। কত?

বন। এক টাকা বারো আনা।

অতনু। বলেন কি! একদিনে এত সুপুরী কেটেছেন?

বন। আ আমার পোড়া কপাল! সে ক্ষ্যামতা কি আর আছে? সে পারতো ওই পাঁচীর মা,—যাকগে মরুকগে লিখে ন্যাও।

অতনু। ২৬শে মে বনবালা দেবী ১৸০। হয়েছে তো?

বন। হ্যাঁ বাবা। বলি ক্যাবলার বাপের কোন চিঠি আসেনি?

অতনু। ক্যাবলা!

বন। আমার ছেলে।

অতনু। ও বুঝেছি। না, আসেনি।

বন। অতটা বাড়াবাড়ি সেদিন না করলেও হোতো। ইদিকে হাতেও কড়া পড়লো সুপুরী কেটে কেটে। (প্রস্থান)

[সন্ধ্যাতারার প্রবেশ]

গান

সন্ধ্যা। ভ্রমর যেথা হয় বিবাগী
নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে
কোন রাতের পাখী গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।

অতনু। থামলেন কেন! বাকী রইল যে!

সন্ধ্যা। বলুন তো!

গান

অতনু। নারী যেথায় হয় বিবাগী
জাগরণের স্বপ্ন লাগি রে
এদিকে স্বামী নাকি রয় একাকী
দু'নয়নে অশ্রু ঝরে—

সন্ধ্যা। রাত যখন উঠলো নিবিড় হ'য়ে, তখন আপনি এলেন চাকরী করতে! সত্যি! আমিও পারিনা দুপুরের গরমে করতে কোন কাজ, লিখতে কবিতা, গাইতে গান।

অতনু। সে কথা ঠিক। দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার মেলে ভালো—আমারও ওই স্বভাব। দিনের দাহ না গেলে পারিনা কোন কাজ করতে। চাকরী করতে ফাইল করতে কিছুই পারি না। দখিন হাওয়ার দোলা না জাগলে, ধুসর গোধূলি না এলে—

সন্ধ্যা। ঠিক কথা। ধূসর গোধূলি না এলে কবিতার বুলি বেরোয় কোথেকে? চমৎকার বলেছেন। আমাদের দুজনের প্রাণধারা দেখছি একই কাব্যের উৎস থেকে ঝরে পড়ছে। চাঁদ যদি না ওঠে,. কুসুম যদি না ফোটে—

অতনু। কবিতা হয় না মোটে।

সন্ধ্যা। বলুন তো হয় কি?
রঙের খেলা যখন জাগে
দূর গগনের সকাল সাঁঝে—
তখন আমার মনের বীণা
আপন সুরে আপনি বাজে॥

অতনু। দেখুন, একটা কথা। শুধু বীণা বাজলেই তো চলবে না,

আবার ঠিক জায়গায় বাজা চাই। নইলে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কী? এমন যদি হয়—

রাধার লাগি কদমতলে
বাজায় বাঁশী কালোশশী
রাধা তখন বাসন মাজে
পুকুর ঘাটে পিঁড়েয় বসি॥

সন্ধ্যা। সে কথা আর বলবেন না অতনুবাবু! আমি নিয়ে আছি যেন ফুলের মধু আর উনি শুধু কাঁটার জ্বালা।

অতনু। আপনার যেন গ্রামোফোনের দোকান, আর ওঁর শুধু কারবাইডের কারবার!

সন্ধ্যা। ঠিক বলেছেন! কারবাইডের কারবার। আমার যেন গ্রামোফোনের দোকান আর ওঁর শুধু কারবাইডের কারবার। আহা! যে কারবাইড নিজেকে নিঃশেষ ক'রে তিলে তিলে বাঁচিয়ে রাখে গ্যাসের উজ্জ্বল দাহিকা শক্তি, যে কারবাইড দধিচীর মত নিজের অস্থি দিয়ে করছে পৃথিবীর অন্ধকার দূর—সেই কারবাইডের কারবার! কিন্তু তার যে বড় গন্ধ অতনুবাবু?

অতনু। ওইটুকুই তো ছলনা। গাঁদাল পাতার গন্ধ একবার নাকে গেলে কেউ কি একবারও বলবে যে, সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী?

সন্ধ্যা। ঠিক বলেছেন। গাঁদাল পাতার মত গন্ধের ছলনা নিয়ে আমি করবো জগতের সকলকে বঞ্চিত আমার গোপন ঐশ্বর্য্য সম্ভার থেকে। আমি করবো না নিজেকে দান দাক্ষিণ্যের দ্বারে দ্বারে আমি ভরবো না আমার বুকের পেয়ালা দাম্পত্যের মধু দিয়ে। আমার যাযাবর-যৌবনের পান্থশালায় আসবে না কোন পান্থ! আমি মুসাফির!

অতনু। একেবারেই কেউ যদি আপনার পান্থশালায় না আসে, তবে আমাকে জানাবেন কি একখানা চিঠি দিয়ে?

সন্ধ্যা। ঠাট্টা করবেন না। এযে আমার কত বড় ব্যথা—যাক্। আমার হিসেবটা লিখে নিন আপনার ওই খাতার পাতে।

অতনু। নিই। আজকে কতটা সুতো কাটলেন—চরকায়?

সন্ধ্যা। সুতো আমি কাটিনে—আমি কবিতা লিখি।

অতনু। বাঃ!

সন্ধ্যা। নিন্। নারীমঙ্গল মাসিকে হুটো কবিতার জন্ত তিন টাকা পেয়েছি।

অতনু। হুটো কবিতার জন্ত তিন টাকা?

সন্ধ্যা। হাঁা। কবিতার জন্ত ওরা কিছুই দেয় না। আমাকে তো তবু তিন টাকা দিয়েছে।

অতনু। হায় রবীন্দ্রনাথ! দিন।২৬শে মে সন্ধ্যাতারাদেবী ৩৲ টাকা।

[তনিমার প্রবেশ]

তনিমা। এই যে সন্ধ্যাদি! সেই গানটা কিন্তু আজ তোমাকে গাইতেই হবে।

সন্ধ্যা। বেশ। কিন্তু ঘরে নয় ছাদে। মুক্ত নীলিমার হাতছানির নীচে। আ-হা! আকাশের এমন রূপ তুমি আর কখনো দেখেছ তনিমা?

তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা।

তনিমা। একটু দাঁড়াও সন্ধ্যাদি। আমি টাকাটা দিয়ে দিই এঁকে। নিন—আমার নামে পাঁচ টাকা জমা ক'রে নিন।

অতনু। আপনি যেন টিউশানি করেন—না ?

তনিমা। না। টাকা আমার এমনি আসে। নিন, পাঁচ টাকা এ মাসের জন্য সম্মিলনীর Donation বলে লিখে নিন।

অতনু। ২৬শে মে তনিমা দেবী, পাঁচ টাকা।

তনিমা। Thanks ! চল সন্ধ্যাদি।

সন্ধ্যা। নিস্তার ! নিস্তার !

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। আমায় ডাকছো দিদিমণি ?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, আমি গান গাইব নিস্তার। ছাদে শেতলপাটিটা বিছিয়ে দাও, আর দোতলার বারান্দায় যে দুটো বেল আর যুঁইয়ের টব আছে, তেতলায় মাদুরের পাশে রেখে এসো গে। বুঝলে ?

নিস্তার। বুঝেছি মা।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ। জানো তনিমা, ফুলের সুবাস যেখানকার বাতাসকে মাতাল না করে, সেখানে গান আমার সুর হারিয়ে আসমানে চলে যায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

নিস্তার। হ্যাঁ, ম্যানেজারবাবু ! উনি তো গান গাইবেন, তা বেল আর যুঁইয়ের টব কি হবে বাবু ?

অতনু। বাজাবেন।

নিস্তার। বাজাবেন !

অতনু। হ্যাঁ। হারমোনিয়াম যেমন বাজনা, তেমনি যুঁই আর বেলফুলের টবও খুব সুন্দর বাজে।

নিস্তার। ও ! তাই বোধ হয় হবে। আজকাল কত রকমেরই যে বাজনা হয়েছে। (প্রস্থান)

[শিপ্রার প্রবেশ]

শিপ্রা। এই যে এসেছেন। আমি ভাবলুম, আজ বুঝি আপনি এলেনই না।

অতনু। না! দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিনা, তাই।

শিপ্রা। ঘুমোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এদিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন।

অতনু। আজ্ঞে, এদিকে লক্ষ্য রাখতেই তো আসা!

শিপ্রা। কিন্তু ভাব দেখে আপনার মনে হয় না তা'। নতুন করে Members List তৈরী করেছেন?

অতনু। না, একটু বাকী আছে।

শিপ্রা। Accounts সব ঠিক আছে?

অতনু। না, সব হিসেব ঠিক সময় মত পাইনি।

শিপ্রা। অন্য লোকের নামে মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন কেন? সময় ক'রে নিতে হয়। যাক্, কালকে নলিনী আর করুণা চলে গেছে—খবর রাখেন?

অতনু। না, খবর পাইনি তো।

শিপ্রা। সেক্রেটারীকে জিগ্যেস করলে পারতেন!

অতনু। আজ্ঞে, ভাবতেই পারিনি কালই ওঁরা চলে যাবেন। পরশু তো এলেন মাত্র।

শিপ্রা। তাতে কি হয়েছে? চিরদিন এখানে যে সবাই থাকবে এমন তো কথা নয়।

অতনু। হ্যাঁ, সেইটেই সুবিধে।

শিপ্রা। তাতে আপনার সুবিধে কি?

অতনু। না, মানে member খালি হ'লে কাজও আমার খানিকটা হাল্কা হয় কিনা?

শিপ্রা। মাইনেও সেই সঙ্গে কমে যেতে পারে জানেন ?

অতনু। হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা তো রইলই।

শিপ্রা। আপনি তো আমাদের খুব হিতাকাঙ্ক্ষী দেখছি।

অতনু। হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার—মানে আপনাদের এ কথা সত্যি। তবে কি জানেন সম্মিলনীর—

শিপ্রা। হ্যাঁ, সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ভালই।

অতনু। তা হবে! লেখাপড়া বেশী শিখিনি কিনা! এ সব বড় ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।

শিপ্রা। বুঝতে আপনি ঠিকই পারেন। চেহারা আপনার বোকার মত নয়; কিন্তু সেকথা যাক্—কাজকর্ম্ম একটু মন দিয়ে করবেন।

অতনু। আজ্ঞে কোন ত্রুটি হয়েছে কি ?

শিপ্রা। অজস্র।

অতনু। অজস্র!

শিপ্রা। হ্যাঁ, খাতাটা খুলে দেখুন একবার। কমল সেদিন গান শেখানোর জন্য ১৫৲ টাকা জমা দিয়েছে; আপনি সেটা শতদল দেবীর নামে লিখেছেন। এর মানে কী ?

অতনু। দেখুন, কমল আর শতদল দুটোর মানে একই কিনা—তাই ঠিক রাখতে পারিনি।

শিপ্রা। আপনার কাব্য রাখুন। এ সব হচ্ছে practical ব্যাপার—একটু attentive থাকবেন।

অতনু। আজ্ঞে থাকবো।

শিপ্রা। আর একটা কথা—সেদিন নিস্তার বলছিল একটী মহিলা এসেছিলেন এখানে, আপনি নাকি কতকগুলো false information দিয়ে তাঁকে বিদায় ক'রে দিয়েছেন ?

অতনু। হ্যাঁ, দেখুন তাঁর এখানে আসবার কারণটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হ'ল না আমার।

শিপ্রা। আপনার মনে হওয়ায় কি আসে যায়? আপনাকে এখানে রাখা হয়েছে ক্যারাণীর কাজ করবার জন্যে, মেম্বার তাড়াবার জন্যে নয়। এটা মনে রাখবেন।

অতনু। আজ্ঞে রাখব—কিন্তু কারণটা শুনুন।

শিপ্রা। শুনি কি কারণটা?

অতনু। মেয়েটির স্বামী বিলেত গেছে পড়তে, ফিরতে দেরী হচ্ছে কেন—এই অভিযোগ নিয়ে এখানে আসতে চান।

শিপ্রা। হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

অতনু। অথচ মেয়েটির সংসারে কেউ নেই—মাত্র এক বৃদ্ধ দাদা-মশাই।

শিপ্রা। বৃদ্ধ দাদামশাই?

অতনু। হ্যাঁ। মেয়েটি যদি চ'লে আসেন, সে বৃদ্ধের একা কী ক'রে দিন চলে বলুন তো? হয়ত দাদামশাই কেঁদেই সারা হচ্ছেন—একটু দয়া-মায়া থাকা তো দরকার?—

শিপ্রা। ও! [স্বাহার প্রবেশ]

স্বাহা। এতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল শিপ্রাদি।

শিপ্রা। ওঁর কাজের কি রকম negligence সেই কথাই বলছিলুম।

স্বাহা। ও ব'লে কিছু হবে না—Incorrigible উনি!

অতনু। আজ্ঞে আমার অপরাধ?

স্বাহা। Thousand and one. আবার fool-এর মত তর্ক করছেন প্রথমতঃ আপনার attendance-এর কিছুমাত্র ঠিক নেই।

অতনু। আজ্ঞে কাজ তো আমি করছি।

স্বাহা। কিন্তু Discipline থাকা তো দরকার! তা ছাড়া সেদিন আমি Accounts audit করতে গিয়ে lots of mistakes পেয়েছি। Can you justify them?

শিপ্রা। যাক্‌গে—চল স্বাহা, ওপরে সন্ধ্যা গান গাইছে—শুনি গে যাই চলো!

[স্বাহা ও শিপ্রার প্রস্থান। একটু পরে অনুপমা প্রবেশ করিল]

অনু। টাকা কি আপনাকেই জমা দিতে হবে?

অতনু। আজ্ঞে—সবাই তো দিয়ে গেল।

অনু। দেখুন—আপনি অত ঘুরিয়ে কথা বলেন কেন? হ্যাঁ—কি, না—এই তো বলবেন।

অতনু। আজ্ঞে—অপরাধ হয়েছে। সোজা ক'রে বলছি—হ্যাঁ।

অনু। দশ টাকা জমা ক'রে নিন।

অতনু। কী যেন করেন আপনি?

অনু। মেয়েদের ফ্রক—পেনি—ব্লাউশ—

অতনু। বুঝেছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব—কতদিন কাজ ক'রে আপনি দশটাকা পেয়েছেন?

অনু। মাত্র একদিন। এ শুধু আজকের মজুরি।

অতনু। কিছু মনে করবেন না। আপনি কি কোনদিন দরজীর দোকানে কাজ করতেন?

অনু। Insulting! এই রকম বুদ্ধি না হ'লে ২৫ টাকার মাইনের চাকরী করতে আসেন।

অতনু। আজ্ঞে, বুদ্ধি আমার বড্ডই কম। দিন জমা ক'রে নি। ২৬শে মে—অনুপমা দেবী দশ টাকা। আচ্ছা অনুপমা দেবী!

অনু। কী বলুন ?

অতনু। খাতায় দেখছি যে আপনি একটি প্রকাণ্ড সংসার ফেলে চলে এসেছেন।

অনু। আমার সংসার ফেলে আসার সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি চাকরী করছেন—চাকরী করুন।

অতনু। আমার কথাটা আপনি বুঝছেন না।

অনু। আপনাকে বোঝাতেও হবে না। না — আমি আজ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি যে এ বাড়ীর সকলের খবর নেবার জন্য আপনার অদম্য আগ্রহ। আমি যদি আর দেখি আপনাকে এ রকম করতে তাহ'লে President আর Secretary-কে জানাতে বাধ্য হবো। একথা আপনি জেনে রাখুন। তারপরের ব্যবস্থা তাঁদের হাতে।

অতনু। আজ্ঞে কথাটা—

অনু। না, আব কথা বাড়াবেন না। এ বাড়ীর অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে আমাকে এক পর্য্যায়ে ফেলবেন না ; আমি একটু অন্য ধরণের। ছোট ভায়ের মত থাকতে পারেন থাকুন—নইলে এ চাকরী ছেড়ে দিন। গোয়েন্দাগিরি আপনার চলবে না। [অনুপমার প্রস্থান]

অতনু। তাই তো! এ যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো!

[নিস্তারের প্রবেশ, হাতে চা]

নিস্তার। ধরো বাবা ধরো, শীগগীর ধরো—কড়ায় ঘি চড়িয়ে এসেছি।

অতনু। তোমার জন্যই এ যাত্রা তরে গেলুম নিস্তার। সবাই ছাদে গেল না ?

নিস্তার। হ্যাঁ ; মোচ্ছব চলেছে সেখানে। আর ইদিকে প্রাণ যাচ্ছে আমার।

অতনু। ব্যাপার কী?

নিস্তার। ব্যাপার ভাল। খুব গাওনা চলেছে ওপরে। আবার হুকুম হয়েছে খানকতক গরম মাছের কচুরী ভেজে নিয়ে এসো। মুখের কথা খসালেই হোলো তারপর তুই মর মাগী। [প্রস্থান]

অতনু। এরা আছে ভালো। রুদ্দুর দা! তোমার কপাল নেহাৎই মন্দ দেখছি।

(গান) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
দুখের কথা যে বোঝে না কেহ
এম-এ পাশ করা মেয়ে বিয়ে ক'রে
ঘেমে ওঠে সারা দেহ।

[শিপ্রার প্রবেশ]

অতনু। একি! আপনি গান শুনতে যান নি?

শিপ্রা। না, এখানে দেখলুম তার চেয়ে ভালো গান হচ্ছে।

অতনু। এঃ! শুনতে পেয়েছেন দেখছি। মাপ করবেন আপনি—অপরাধ হয়েছে আমার—

শিপ্রা। একবার নয় একশোবার। ছি-ছি—ওকি! অফিসে বসে কাজ করতে করতে গান গাওয়া—

অতনু। ওপরে বড় সুন্দর গান হচ্ছে—শুনে মেজাজটা যেন কেমন ঠিক রইল না—

শিপ্রা। আশ্চর্য্য? লজ্জা আপনার কিছুতেই নেই?

অতনু। আজ্ঞে না, এবারের মত মাপ করুন।

শিপ্রা। শুধু এবার তো নয়, আমি অনেকদিন শুনেছি আপনি গান গাইছেন।

অতনু। তা গেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে শোনাবার জন্যে নয়।

শিপ্রা। ভালোই করেছেন। অতখানি দুঃসাহস আপনার থাকা উচিতও নয়।

অতনু। কিছুতেই নয়। কিন্তু একটা কথা, গান কি আপনার সত্যি ভাল লাগেনা ?

শিপ্রা। কথাবার্ত্তায় আপনি limit-এর বাইরে যাচ্ছেন — মিঃ মুখার্জ্জি !

অতনু। ও ! বুঝতে পারিনি। আচ্ছা অন্য কথা বলছি। দেখুন নিস্তারিণী তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে বলছিল।

শিপ্রা। আশ্চর্য্য আপনার বাক্-চাতুরী।

অতনু। দোষ হোলো ? আচ্ছা কি বলবো বলে দিন।

শিপ্রা। কিছু বলতে হবেনা। আপনি কাজ করুন। আমি ফিরে এসে যেন দেখি আপনার সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে।

অতনু। আজ্ঞে আচ্ছা।

(শিপ্রার প্রস্থান)

[গান] পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
মধুলোভে হায় চাকে মুখ দিনু
কামড়ে কি জ্বালা ভেল ॥

[আনন্দীর প্রবেশ]

আনন্দ। ভায়ার জ্বালাটা কি খুব বেশী হচ্ছে ? —

অতনু। কী সর্ব্বনাশ, দাদু ! আপনি এ শত্রুব্যূহে কেন ?

আনন্দ। অতনুর ব্যূহভেদ কৌশলটা একবার দেখতে এলুম। ভয় নেই ভাই, প্রতিযোদ্ধা হ'তে আসিনি। আমি রথীও নই মহারথীও নই— সামান্য দর্শক মাত্র। তা বোধ হচ্ছে কেমন ভায়া? শর সন্ধানের স্থান নির্ণয় হোল, না আপাততঃ সন্ধান হারিয়ে ফেলেছো? না না আমি বলছিনে যে তুমি উদাসীন হ'য়ে আছো। তবে কি জান ভায়া, স্থানটা তো বিশেষ নিরাপদ নয়! ও কালিদাসের উজ্জয়িনীই বল আর নারীজাগরণের সম্মিলনীই বল, লাবণ্যের লাস্যলীলা কোথাও কম নেই ভায়া?

হস্তে লীলা কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।
নীতা-লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ॥
চূড়া পাশে নব কুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং।—
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

হস্তে যাদের লীলা কমল চিকণ কেশে কুন্দ কলি,
লোধ্রফুলের পরাগ রেণু উজল করে বদন তলি,
কুরুবকের গুচ্ছ খোঁপায় কর্ণে শিরীষ পুষ্প দুল;
সিঁথের আগে ঝুম্‌কো দোলে তোমার দেওয়া কদম ফুল।

অতনু। ভয় নেই দাদু! আমি ঠিকই আছি।

আনন্দ। থাকলেই ভাল।—শিপ্রা দিদি কোথায়?

অতনু। তিনি এইমাত্র আমাকে খুব খানিকটা ধমকে বাইরে বেরুলেন।

আনন্দ। বড় কড়া মনিবের হাতে পড়েছো ভাই। এ চাকরী তোমার থাকাই কঠিন দেখছি।

অতনু। আপনি আজ দেখছেন কিন্তু আমি ঢুকেই দেখতে পেয়েছি।

আনন্দ। তোমার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করি। কামনা করি তুমি উত্তরোত্তর দৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর, তার গভীরতম অর্থ তোমার

বোধগম্য হোক।— (নেপথ্যে সন্ধ্যার গান) — সুন্দর। কে গাইছে হে অতনু ?—

অতনু। শ্রীমতী সন্ধ্যাতারা। চুপ ক'রে বসুন, এক্ষুণি দেখতে পাবেন তাকে।—হয়ত বা নাচতে নাচতে এদিকেই আসছে।

আনন্দ। হ্যাঁ, আর কিছু না হোক—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তো হবেই।—

(সন্ধ্যাতারার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। স্বপনে যার পায়ের ধ্বনি শুনেছিনু সন্ধ্যাকাশে—
অস্তরঙীন সন্ধ্যাকাশে গো !

এর পরের লাইনটা যে কিছুতেই মনে পড়ছে না অতনুবাবু। পারেন—আপনি ?

অতনু। "আজকে দেখি বন বাদাড়ের পাঁক ডিঙিয়ে পীতম আসে
সেই স্বপনের পীতম আসে গো !"—

(আনন্দ কাশিয়া উঠিলেন)

সন্ধ্যা। কিন্তু ভাবটা যে ঠিক রইলোনা অতনুবাবু ?—

অতনু। অভাবই বা কী ?—

সন্ধ্যা। না-না হ'ল না। আপনি বড় দুষ্ট অতনু বাবু ! (আনন্দ কাশিলেন)—আপনি বুড়ো মানুষ, এখানে আপনার কী দরকার ? আপনি কি কারুর খোঁজে এসেছেন ?—

আনন্দ। না। বড্ড কাশি হয়েছে কিনা !

সন্ধ্যা। কাশি হয়েছে গোটাকতক পেপ্‌স কিনে খানগে — সেরে যাবে। আপনি এ যৌবনের দরবারে কেন ?—কী আপনার নাম ?—

আনন্দ। আনন্দ।

সন্ধ্যা। আনন্দ ! বড্ড বিশ্রী নাম আপনার। আনন্দ কি একটা নাম হ'তে পারে ? আনন্দ তো শুধু মনের একটা অভিব্যক্তি।

আনন্দ। অভিব্যক্তিই তো। আমি বাপমায়ের প্রথম সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁদের আনন্দ বর্দ্ধন ক'রেছিলুম ব'লে তাঁরা আমার নাম রেখেছিলেন আনন্দ। আমিও নিরানন্দ হইনি তাতে। কারণ সন্ধ্যা, সকাল, চাঁদ, তারা প্রভৃতি বাজে জিনিষের চাইতে আমার নামটা অনেক ভাল নাম, এই আমার বিশ্বাস।—

সন্ধ্যা। আপনার বিশ্বাস হ'তে পারে—কারণ আপনি বুড়ো হয়েছেন! —সবুজের উচ্ছল জীবন লীলা আপনি কি বুঝবেন? আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করিনা। অতনুবাবু! আমি চল্লুম।— ইনি চলে গেলে আবার আসবো।—

(প্রস্থান)

আনন্দ। উঠি ভায়া।—

অতনু। সেকি! আমাদের Presidentএর সঙ্গে দেখা না করেই?

আনন্দ। না দাদা। ওতে আমার উৎসাহ নেই। যাচ্ছিলুম এইখান দিয়ে, ভাবলুম একবার নবনিযুক্ত কেরাণীরূপী অতনুকে দেখেই যাই।— নইলে শিপ্রা দিদির সঙ্গে দেখা আমি করতে আসিনি। অভিমান আমারও বড় কম নেই ভায়া। আচ্ছা চলি। (প্রস্থান)

(অতনু কাজে মন দিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রুদ্রেশ্বরের বাড়ী

[রুদ্রেশ্বর ও অতনু]

রুদ্র। ওরে! ভুস্তব!—

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর। ডাক বাক্স দেখেছি বাবু—চিঠি নেই।

রুদ্র। চিঠির কথা বলছিনি রে বেটা হারামজাদা! চা টা দিবিনে না কি আজ?

চাকর। এক্ষু দিই।

[চাকরের প্রস্থান]

রুদ্র। ওরে অতনু!

অতনু। কথা কয়োনা রুদ্দুরদা। বড্ড busy এখন—বড্ড busy!

রুদ্র। কাকে লিখছিস ও চিঠি।

অতনু। ঈশ্বরকে! চুপ কর—প্রায় শেষ করে এনেছি। বাব্বাঃ, ঝক্কি কি কম না কি? আমি নিজে বে থা করিনি—খামোকা আমাকে এ সব ঝঞ্জাট পোয়াতে হয় কেন?

রুদ্র। মহাবীর মানুষ—সীতা উদ্ধার তো তোকেই করতে হবে।

অতনু। সীতা তো তোমার অশোকবনে বেপথুমানা হ'য়ে বিরহ যামিনী যাপন করছে না দাদা! তিনি দস্তুরমতো চাকরী করতে স্কুল কলেজে বেরোচ্ছেন, পশম বুনছেন, ক্যাকার খাচ্ছেন, গালাগালও দিচ্ছেন, আর সবই ঠিক ঠিক করছেন—কেবল তোমার নামটি ছাড়া!

(গান) বাঁশী বাজে না আর দাদা !
নাম ধ'রে বাঁশী বাজে না দাদা
রাধা রাধা রাধা ব'লে
ছিল যে সাধা !

রুদ্র। ধ্যাৎ ! তাকে এ কথা ব'লে দিস্ অতনু—যে সে আমার নাম দিনান্তে একবার করুক—এ রকম ভিক্ষুকের দীনতা আমার নেই। সে পাপিষ্ঠা, সে কুলত্যাগিনী, তাকে আমার কোনই দরকার নেই। যদি সে আসে কখনও আমাব বাড়ীতে তার মুখের উপর বন্ধ ক'রে দেবো আমার গেট্। ভালবেসে বিয়ে ক'রেছিলুম—তার পাওনার অনেক বেশী মর্য্যাদা আমি তা:ক দিয়েছি—আব না, এইবারে আমার চোখ ফুটেছে।

অতনু। তা যাই বল আর তাই বল দাদা, তোমার চোখ একটু দেরীতেই ফুটলো। আমি এমন সব জীব-জন্তুর নাম জানি, যাদের চোখ আরো সকালে ফোটে। তা আমাকে কী করতে আদেশ করছ ?

রুদ্র। দেখা হ'লে তুই তাকে বলবি—

অতনু। ঐটি মাপ কর রুদ্দুর দা। দেখাও হবে, কথাও হবে, কিন্তু আমি তাকে কোন কথা বলতে পারব না। সে সাহসই আমার নেই। তার আজকালকার চাল চলন আর শোননি তো—মনে করেছ সে বৌদিই আছে বুঝি ? মথুরাতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হয়েছেন যে ! আজ সাতদিন মাত্র কাজে লেগেছি, এরি মধ্যে তাঁর কাছ থেকে 'You fool' শুনেছি অন্ততঃ একুশবার !

রুদ্র। বলিস কিরে ! তোকেও গালাগাল দেয় ! উঃ, কী দুঃসাহস ! আচ্ছা আমাকে নিয়ে চলতো একবার।

অতনু। না দাদা মাপ কর। আর তোমার মাথা গরম করব না। আমি চল্লাম।

রুদ্র। আরে শোন শোন—আর একটা কথা আছে। সেক্রেটারী তো You fool ছাড়া সম্ভাষণ করে না—কিন্তু President, তিনি কেমন?

অতনু। তিনি ভাল।

রুদ্র। ওরে বাসরে! তাঁর সম্বন্ধে বড্ড কম কথা বলছিস যে! ব্যাপার কি?

অতনু। ব্যাপার কিছুই না। তিনি ভালো!

রুদ্র। উঁহু। উত্তরটা এলোমেলো শোনাচ্ছে।

অতনু। দেখ রুদ্দুবদা আমি সেখানে গেছি চাকরী করতে। তোমার স্ত্রীকে আর আনন্দবাবুর নাত্‌নীকে ফিরিয়ে আনতে। কে ভালো আর কে মন্দ বিচার কর্ব্বার জন্য নয়, এ সহজ কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল!

রুদ্র। তাদের ফিরিয়ে আনবি ব'লে তো গেলি ভাই, কিন্তু নিজে ফিরবি তো?

অতনু। মানে?

রুদ্র। বলি সেখানে এ রকম ঘটনা তো ঘটবে না?

অতনু। কি রকম ঘটনা?

রুদ্র। "কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা! ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর, দয়া করি যদি গৃহে চল মোর;—এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা"।

এমন কথা বলে যদি কেউ—তাহ'লে তুই তাকে কি উত্তর দিবি?

অতনু। আমাকে কি সেই রকম বেকুব ঠাউরেছ? আমি তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেবো—

অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে!
এখন আমার সময় হয়নি
যেথায় চলেছো যাও তুমি ধনী

সময় যেদিন আসিবে—আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

রুদ্র। কিন্তু সেই নাছোড়বান্দা ধনীটী যদি বলেন যে সময় কখন হবে ?

অতনু। তৎক্ষণাৎ তার গালে ঠাস্ করে একটি চড় মেরে বলবো, সময় হবে না—রাস্তা দেখ। কিন্তু সত্যিই আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই রুদ্দুরদা—আমি চল্লুম।

[চাকরের প্রবেশ]

চাকর। বাইরের ঘরে অনেক লোক বসে' আছে—আপনার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে।

রুদ্র। আমার সঙ্গে ?

চাকর। না।

অতনু। আমার সঙ্গে ?

চাকর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অতনু। মরেছে! আচ্ছা যাক্—ভালই হোলো, চিঠিগুলোর সদ্‌গতি করা যাক—যা একে একে পাঠিয়ে দিগে যা—

[চাকরের প্রস্থান]

রুদ্র। কারা ব'সে আছে ?

অতনু। আবার কারা ? বিরহী যক্ষের দল!

রুদ্র। ও!

[দিব্যেন্দুর প্রবেশ]

দিব্যেন্দু। ভাল আছেন অতনু বাবু ?

অতনু। হ্যাঁ ভালই আছি। আপনি ? আপনার ছেলেপুলে সব ভাল আছে ?

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ, কিন্তু আমার কি করলেন ?

অতনু। করতে এখনও বিশেষ কিছু পারিনি। তবে শীগগীরই পারব। একটা মতলব সম্প্রতি আমার মাথায় এসেছে—সেটাতে কদ্দুর কি হবে বলা যায় না যদিও—কিন্তু আচ্ছা—আপনার একটি ছেলের নাম বলুন তো ?

দিব্যেন্দু। নিতাইচাঁদ, মানিক, সনাতন—কেন ?

অতনু। আমি একখানা চিঠির খসড়া ক'রে রেখেছি আপনি সেটা 'কপি' করে ডাকে দেবেন। চিঠিটা আমি পড়ছি শুনুন—

হৃদয়েশ্বরী—

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ।—তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার নিতাইচাঁদ আজ কয়েকদিন হইতে মরণাপন্ন—পীড়িত। দিনরাত 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিতেছে। যা ভাল হয়—করিও।

—তোমার স্বামী।

দিব্যেন্দু। কিন্তু মিথ্যে মিথ্যে ছেলের অসুখের কথা ?

অতনু। আরে নিন্ মশাই। আতুরে নিয়ম নাস্তি। চিঠিটা কালকেই ডাকে দিতে ভুলবেন না যেন। আচ্ছা আসুন নমস্কার !

দিব্যেন্দু। নমস্কার !

[দিব্যেন্দুর প্রস্থান]

[ব্রজদুলালের প্রবেশ]

ব্রজ। আমার সে কথাটা বলেছিলেন তাকে অতনুবাবু ?

অতনু। আজ্ঞে ফুরসুৎ পাইনি।

ব্রজ ! ওঃ। আচ্ছা তাহ'লে বলবেন দয়া করে এক সময়।—

অতনু। আচ্ছা তা বলব। কিন্তু আপাততঃ এই কাজটা করুন

দেখি। এই চিঠিটা 'কপি' ক'রে কালকেই ডাকবাক্সে ফেলে দেবেন।

ব্রজ। চিঠি !

অতনু। হ্যাঁ—শুনুন চিঠিটা।

কল্যাণীয়াসু—

তুমি গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছ। এই কথাই এই অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়াছে। আমি তা সত্ত্বেও তোমাকে লইতে রাজী ছিলাম কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষে তুমি তাহা হইতে দিলে না। আমি কাজের মানুষ—বাড়ীতে গৃহকর্ত্রী না থাকিলে আমার চলে না। তাই এ মাসের ২২শে আবার একটী বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। পাত্রী এবং দেনাপাওনার কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আমার বাড়ীতে আর তোমার স্থান রহিল না ! অতঃপর তুমি বরফের উপর পেঙ্গুইন পাখী হইয়া অনন্তকাল নাচিলেও আমি আপত্তি মাত্র করিব না।

আশীঃ—

ব্রজদুলাল।

ব্রজ। বুঝেছি।

অতনু। আচ্ছা। আমি একটু ব্যস্ত আছি। নমস্কার।—

[ব্রজদুলালের প্রস্থান]

[প্রভাতকিরণের প্রবেশ]

প্রভাত। কি হবে অতনুবাবু ?

অতনু। কিছু হবে না ভাই—নতুন বিয়ে করছ কিনা—তাই বুঝতে পাচ্ছো না। আমি যখন গেছি—তখন একটা কিছু না ক'রে ফিরব না। এই চিঠিখানা লক্ষ্মীছেলের মত নিজের হাতে 'কপি' ক'রে কালকে Post ক'রে দিও—বাস আর দেখতে হবে না।

প্রভাত। মুখে ব'লে কিছু হোলো না—আর চিঠিতে হবে মনে করেছেন।

অতনু। আলবাৎ হবে। কেন হবে না?—চিঠিটা শোনাই আগে। তনু!

ভুল বুঝে ভুল করা, আর ভুল না বুঝে ভুল করা—দুটোতে অনেক তফাৎ। তুমি করেছো আগেরটা আর আমি শেষটা। তবু কোন অভিযোগ আনব না আমি আজকে। শুধু মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত—তুমি যে একদিন আমাকে ভালবেসেছিলে—এই কথাটা গর্ব্বের সঙ্গে স্বীকার ক'রে যাবো।

তনুহীন—প্রভাত।

প্রভাত। চমৎকার হয়েছে। আচ্ছা কালকে আমি নিশ্চয়ই Post ক'রে দেবো। চল্লুম দাদা, নমস্কার!

অতনু। এসো ভাই!

[প্রভাতকিরণের প্রস্থান]

জান রুদ্দুরদা, এই ছেলেটির জন্যেই আমার দুঃখ!

রুদ্র। কেন?

অতনু। নতুন বিয়ে করেছে। পরস্পরকে ভুল বুঝে অভিমান ক'রে দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে। বেচারা!

[সত্যসিন্ধুর প্রবেশ]

সত্য। কিছু হোলো মশায়?

অতনু। না।

সত্য। হল না? আমি জানতাম ও হবে না। সারাজীবন আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে থাক করেছে, এখন এই শেষ বয়সে আর এক খেল্ দেখালে। সে যাক্‌গে মরুক গে যাক্!—আমি চলি!

অতনু। আচ্ছা আপনার একটি ছেলের নাম বলুন তো!

সত্য। আপনাদের এই যে কী এক ফ্যাচাং বেরিয়েছে মশায় তা জানিনি। নাম লেখাতে লেখাতে আমরা তো গেলুম। বৌএর নামে কিছু হোলো না, বল্ ছেলের নাম—ছেলের নামে কিছু হোলো না তো সে যাক্‌গে মরুকগে যাক্—নিন, লিখে নিন, লিখে নিন। যে কটা নাম আমার জানা আছে ব'লে খালাস হই বাবা। জ্বালাতন। লিখুন আমার নাম সত্যসিন্ধু দত্ত—বাবার নাম ৺কৃপাসিন্ধু দত্ত, ঠাকুরদ্দার নাম ৺ভবসিন্ধু দত্ত —তাঁর বাবার নাম—

অতনু। হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না। ওসব নামটাম থাক্। আপনাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

সত্য। বলুন।

অতনু। আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি। নিজের হাতে 'কপি' ক'রে কালকেই সেটা ডাকে দিতে পারবেন?—

সত্য। পরের চিঠি আমি কেন ডাকে দিতে যাবো?—

অতনু। পরের নয়, আপনারই চিঠি।

সত্য। আমার চিঠি আপনি লিখবেন মানে—আমি কি লিখতে জানিনা নাকি?—

অতনু। আহা! আমি তা বলছিনে, আপনার জবানীতে আপনার স্ত্রীর মনের ভাব বুঝে আমি একটা চিঠির খসড়া ক'রে রেখেছি। আপনি শুধু সেটা কপি ক'রে পাঠাবেন। যথেষ্ট কাজ হবে তাতে।

সত্য। আর কাজ হয়েছে। সে যাক্‌গে মরুক্‌গে যাক্; বলছেন যখন—দিন।

অতনু। চিঠিটা শুনবেন না?

সত্য। আবার শুনতে হবে কিসের জন্য? আমি কি পড়তে জানিনা?

অতনু। বেশ। এই নিন।

[সত্যের প্রস্থান]

[পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতে সলিল, গোবর ও চাউডুরির প্রবেশ]

সলিল। আঘাত করবেন না—আঘাত করবেন না।

গোবর। দাঁড়াও দাদা! আমি আগে শেষ করে নিই। থিয়েটারের দেরী হয়ে যাবে।

চাউডুরি। Shut up! I speak first!

গোবর। কি বলছে ও ইংরাজীতে?

সলিল। উনি বলছেন যে, সব আগে উনিই বাণী বলবেন।

গোবর। বাণী কি?

সলিল। বাণী? বাণী মানে বাক্—বাক্ মানে কথা—কথা মানে—

অতনু। হ্যাঁ, আপনারা তিনজনেই শুনুন আপনাদের কারুরই স্ত্রী ওখানে নেই।

চাউডুরি। Good God! তবে সে কোথায় গেল? শোভনা—my darling!—তুমি কোথায়—তুমি কোথায়—

[প্রস্থান]

সলিল! কি হবে?

অতনু। কিসের কি হবে?

সলিল। কোথায় যাব আমি?

অতনু। ভেবে দেখুন।

সলিল। কেন এমন হোল?

অতনু। আরে কি মুস্কিল! কেন এমন হোলো তা আমি কি ক'রে বলব?

সলিল। আমি আত্মহত্যা করবো।

গোবর। ও হো হো—গোলাপি কোথায় গেলিরে—

[প্রস্থান]

সলিল। আমি আত্মহত্যা করব।

অতনু। এখানেই করবেন নাকি ?

সলিল। না ! যাই গঙ্গার ধারে যাই।

[প্রস্থান]

অতনু। রুদ্দুরদা ! পত্নীর বিরহ কাকে ব'লে এইবার দেখে শেখো।

রুদ্র। শিখেছি ভাই।

অতনু। হ্যাঁ শেখো।

(গান)

রাতে নাহি চোখে
নামিবে ঘুম—
প্রাতে উঠে নাহি—
খাইব চা—
প্রিয়ার ফটোতে—
দিব রে চুম—
সকল চিন্তা
চলিয়া যা—

[আনন্দের প্রবেশ]

আনন্দ। গলার স্বর শুনেই বুঝেছি—ঘরের ভিতর অতনুর লীলা চলছে !—অভিনব কুসুম-স্তবকিত তরু বয়স্ত গরিমার মদকল কোকিল কূজিত ; মধুপ ঝঙ্কার মনোহর ! নন্দন বিপিনে নিজকারিণী বিরহানলে —সন্তপ্তা বিচরিত গজাধিপতি ঐরাবত নাম—

—তারপব নবীন কর্ম্মচারী মশাই—আমার President দিদির খবর কি ? কেমন

অতনু। কী খবর তাঁর শুনতে চান বলুন।

আনন্দ। এই ছবি টবি আঁকছে কিনা—আমার নাম টাম ক'রে কিনা—

অতনু। ছবি টবি আঁকছেন যথেষ্টই—বোধ করি আগের চেয়ে বেশীই আঁকছেন,—আর আপনার নাম করতে শুনিনি কখনও—

আনন্দ। ওঃ—অন্য কোনও নতুন নামের সন্ধান পেয়েছে বুঝি—

অতনু। না—এ ভাবী অন্যায়—আপনারা এমন ভাবে—

আনন্দ। সে কি ভায়া—অতনুর আবার লজ্জা এলো কবে থেকে ? নির্লজ্জতায় যে মহাদেবেরও তপস্যা ভাঙ্গতে চেয়েছিল তাঁর আবার এ ভাব কেন ?

অতনু। না-না—ভাল হবে না বলছি দাদু !

আনন্দ। ভাল হবে না কেন ভাই ?—আমার সামান্য একটা রসিকতার চাপে—তুমি এমন লাল হয়ে উঠলে—আর ভেবে দেখ দিকি সেই অবলাটির কথা—যাঁকে অবিরাম এই রসিকতা বর্ষণ সহ্য করতে হয় ?

রুদ্র। সেই দুঃখেই কি তিনি সংসার ছাড়লেন ?

অতনু। ছাড়লেন আব কোথায় ? ওখানে গিয়ে তো জমিয়ে ব'সেছেন।

আনন্দ। হ্যাঁ ভুল হয়েছে আমার ঐখানেই—সময় থাকতে আমার বাড়ীতে একটি সংসার পেতে দিলে বোধ করি এমনটা হতো না।

রুদ্র। ভুল সংশোধন করুন।

আনন্দ। অবশ্যই করব। শুধু অপেক্ষা ক'রে আছি। শিপ্রার তপস্যা—আমার বরাত—আর অতনুর হাতযশ পরীক্ষার করবার জন্যে। তার

কুমারী জীবনে—

অতনু। নাঃ—আমার চাকরীর দেরী হয়ে গেল—

[অতনুর প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

সম্মিলনী ভবন

নিস্তার। খাও মা খাও। গলাটা ভিজিয়ে খাও একটু। একটানা খেটে চলেছো, একটু জিরিয়ে না নিলে শরীর থাকবে কেন?

শিপ্রা। কটা বেজেছে নিস্তার?

নিস্তার। তা হ'লো বইকি মা! চারটেই হবে। এই সেই পাউরুটি-ওলা গেল।

শিপ্রা। আজকের কাজ এইখানেই বন্ধ থাক—কি বলেন?

বনবালা। থাক্ মা থাক্। হাত তো টনটনিয়ে গেল দেখছি।

স্বাহা। সেই ভালো। আমাকে আবার মার্কেটে যেতে হবে এক্ষুণি। কিছু Wool কিনে আনতে হবে।

তনিমা। চল স্বাহাদি! আমিও একবার বেরুবো। খাদি প্রতিষ্ঠানে এই সুতোগুলো দিয়ে আসি।

অনুপমা। আমার একটু দেরী হবে কিন্তু। এখনও দুটো ব্লাউস্ সেলাই করতে বাকী আছে। নিস্তার তুমি আমার জলখাবার এখানেই দিয়ে যাও।

সন্ধ্যা। খাবার আমারও এখানে দিয়ে যেও নিস্তার। বর্ষার কবিতা লিখতে এখনও বাকী আছে দুটো।

শিপ্রা। ছবিটা কালই শেষ করবো না হয়। চল স্বাহা আমিও তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি।

(অতনুর প্রবেশ)

শিপ্রা। একি! আপনি এখানে!

অতনু। কতকগুলো চিঠি ছিল এঁদের।

শিপ্রা। নিস্তারকে দিয়েই পাঠাতে পারতেন!

অতনু। সকাল থেকেই ওর দেখা পাইনি, তাই নিজেই এলুম।

নিস্তার। তা আমার কি আর কাজ নেই বাপু! কখন এনাদের চিঠি আসবে বল্লে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবো! কথার ছিরি দেখনা।

(প্রস্থান)

শিপ্রা। দিন, আমার হাতে দিন চিঠি গুলো। আমি সব দিয়ে দিচ্ছি।

অতনু। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল

শিপ্রা। একটু পরে আসবেন।

(অতনুর প্রস্থান ও শিপ্রার চিঠি বিলি)

বনবালা। মা শিপ্রা! আমার চিঠিটা তুমি পড়ে দিয়ে যাও মা। আমি আবার চশমা না হ'লে ভাল দেখতে পাইনে।

শিপ্রা। "চিরায়ুর্নিরাপদেষু, তুমি আর আমার ঘর করিবেনা বলিয়াছ। ভালো। কিন্তু যে কটি অনাথ বালকের প্রতিপালনের ভার দিয়া গেছ—তাহাদের সংবাদটুকু তোমাকে না জানাইলে অধর্ম্ম হইবে,—সেই ভয়ে জানাইতেছি।"

বনবালা। কি হয়েছে মা তাদের ?

শিপ্রা। "তোমার আদরের ক্যাবলা পরশু রাতে তিনবার চান করিয়া নিমোনিয়া ধরাইয়াছে—ভুল বকিতেছে—"

বনবালা। আর তুমি কোথায় মরতে গিয়েছিলে ড্যাকরা ?

শিপ্রা। "পাচু ডাব গাছ হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া জরদগব হইয়া গিয়াছে—"

বনবালা। যেমন দস্যি ছেলে, ঠিক হয়েছে—

শিপ্রা। "টেঁপি উনুন ধরাইতে গিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। প্রাণে মারা যায় নাই বটে কিন্তু তাহার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ একেবারে পোড়া কয়লা হইয়া গিয়াছে।"

বন। ওমা, বিয়ে কি ক'রে হবে গো, আহা-হা !

শিপ্রা। "আমি কি করিব এখনও ভাবিয়া ঠিক করি নাই। তবে একটা কিছু যে করিব, সেটা নিশ্চিত। ইতি আঃ—সত্যসিন্ধু।"

বনবালা। ওমা, কি হবে মা ! ক্যাবলারে ! ওমা টেঁপি ! পাচুরে !

(প্রস্থান)

স্বাহা। তোমার খবর কি সন্ধ্যাতারা ?—

সন্ধ্যা। উনি আবার বিয়ে করছেন।

স্বাহা। শুনেছি তোমার স্বামী অত্যন্ত headstrong ৎ মেয়ে দিচ্ছে কে ?

সন্ধ্যা। অভাব নেই, স্বাহাদি অভাব নেই। বাঙলা দেশে আমার মত দুর্ভাগিনী অনেক আছে। নিষ্ঠুর ! এ তুমি কী করলে ? ঈশ্বর ! শরবিদ্ধা হরিণীর বুকে আবার এ বজ্রাঘাত কেন ?—

(প্রস্থান)

স্বাহা। তনিমা ! What's wrong with you ?

তনিমা। কিছুনা স্বাহাদি। খাদি প্রতিষ্ঠানে আজ আর যাবোনা আমি। মাপ কর আমাকে।—

স্বাহা। এ সব বাজে sentiment এর মানে হয়না। দেখি কি লিখেছে?

শিপ্রা। আশ্চর্য্য! এতটুকুতে এঁরা এত বিহ্বল হয়ে পড়েন?

অনুপমা। বিহ্বল! একথা আপনি বলবেন না। আপনি কুমারী,—বুঝবেন না সম্যক আমাদের অবস্থার কথা। মেয়েদের স্বামীর চেয়েও সন্তানের জ্বালা সব চেয়েও বেশী। স্বামী ছেড়ে থাকা যায় কিন্তু—

শিপ্রা। বাড়ীর সংবাদ কি আপনার খারাপ কিছু?

অনুপমা। নিতু আমার যায় যায়; কি হবে শিপ্রাদি?

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। সেদিন বলেছিলেন মুড়ি দিয়ে শশা আপনি ভালবাসেন, তা মুড়ির দোকান বন্ধ! শুধু শশা এনেছি একটু নুন আনবো কি?

অনুপমা। না তোমায় কিছুই আনতে হবে না নিস্তার—খাবার আজ আমি আর খাবোনা।

(অনুপমার প্রস্থান)

নিস্তার। যাও, এখন এই সাত কাঁড়ি শশা নিয়ে কি করি?

শিপ্রা। যাও ফেলে দাওগে আস্তাকুঁড়ে!

(শিপ্রার প্রস্থান)

নিস্তার। না ফেলে আর কি হবে! যাই দেখিগে কার আবার শশাতে রুচি!

(অতনুর প্রবেশ)

অতনু। তোমাদের president কোথায় গেলেন নিস্তার?

নিস্তার। জানিনে বাবা, আমায় আর জিজ্ঞেস কোরোনা। দিন-রাত সব তাতেই আছে। বলি, থাকতে যদি পারবিনে—মরতে আসা কেন ?

অতনু। কী ব্যাপার নিস্তার ?

নিস্তার। ব্যাপার ভালো। মেজাজ বুঝতে বুঝতেই আমার জীবন গেল। কেষ্টার বাপের কথা না শুনে কী যে ভুল করেছি।

অতনু। তুমিও ভুল করেছো নিস্তার ?

নিস্তার। হ্যাঁ। কিন্তু আমার মতিগতি ঠিক আছে—এদের মত নয়।

অতনু। কি রকম ?

নিস্তার। এই দেখুন না, এই দেখি কেউ চুল বাঁধছে—কাপড় কাচছে—খেতে বসেছে, হাসি মস্করার আর সীমে নেই—সবাই একজোট কাজ করতে লেগে গেল, আর ঘণ্টা ঘুরতে না ঘুরতে হাপুস নয়নে পুঁটলি বাঁধছেন বাড়ী যাবেন। মরণদশা !

অতনু। তা এদের কী হলো বলো দেখি ?

নিস্তার। কে জানে বাবা, কী মরণ যে চিঠী নিয়ে এলে তুমি—আর একেবারে দক্ষিযজ্ঞি বেঁধেছে ?

অতনু। তা তুমি এখন চলেছো কোথায় ?

নিস্তার। যাচ্ছি কি আর এক জায়গায় বাছা যে নাম করবো ? যাই হেঁসেলে, ভাড়ার ঘরে, কলতলা, ছাদ, বারান্দা, এখন চর্কি নাটায়ের মত ঘুরিগে।

(নিস্তারের প্রস্থান)

অতনু। (অপেন মনে)

আমার ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্
ধিনতা ধিনা তাধিন্ তাধিন্॥

(শিপ্রার প্রবেশ)

শিপ্রা। আমি কি যখনই আসবো আপনি গান গাইবেন ?

অতনু। ঠিক উল্টো ; আমি গান গাইলেই আপনি আসেন।

শিপ্রা। চুপ করুন। রসিকতার জায়গা এটা নয়।

অতনু। আজ্ঞে তা আমি জানি। তবে কি জানেন রসিকতাটা আমার মুদ্রাদোষ।

শিপ্রা। আর গানটা ?

অতনু। আজ্ঞে ওটাও।

শিপ্রা। আপনি এত মদ্রাদোষগ্রস্ত জানলে বাহা'ল করতুম না আমি।

অতনু। যাকগে। ভুল যখন ক'রে ফেলেছেন তখন আর কী হবে বলুন ?

শিপ্রা। আমার সঙ্গে আপনার কী যেন দরকার ছিল ?

অতনু। হ্যাঁ বলছি।

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। ওপরে হুড়যুদ্ধি লেগেছে গো, শীগগির এসো।

শিপ্রা। কী হয়েছে ?

নিস্তার। বীণাদি নাকি মেনকা মাসীর সোণার কাঁটা নিয়েছে···এই একেবারে হাতাহাতি—

শিপ্রা। যাও আমি যাচ্ছি।

(নিস্তারের প্রস্থান)

অতনু। দিন আপনার তাহ'লে ভালইকাটছে বলুন।

শিপ্রা। হ্যাঁ খুব ভালই কাটছে। সে যাক্ আপনি কি বলছিলেন তাই বলুন।

অতনু। বলছিলুম কি—

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। শিপ্রাদি। গৌরীর husband মারা গেছে, telegram এসেছে। কী করবে তাই জিজ্ঞেস করছিলো গৌরী।

অতনু। তাঁর স্বামীই যখন মারা গেলেন আর জাগরণে কী হবে বলুন।

স্বাহা। Shut up! আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে? Impertinent!

শিপ্রা। গৌরীকে এখন যেতেই বলে দাও। কি বলছিলেন আপনি বলুন।

(স্বাহার প্রস্থান)

অতনু। দেখুন এই নিয়ে তিনবার হলো। আর চেষ্টা করবো না— একদিন শুভলগ্ন দেখে বলবো।

শিপ্রা। ঠাট্টা রাখুন—বলুন আপনি।

অতনু। কাজের কথা বিশেষ নয়, এটা একটা personal ব্যাপার।

শিপ্রা। শুনি তবু।

অতনু। বলছিলুম কি, আপনি মনিব আমি ভৃত্য—

শিপ্রা। না, সে কথা বলবেন না।

অতনু। মানে, কথাটা এই—

শিপ্রা। তারপর কি বলতে চান তাই বলুন।

অতনু। আপনি আমায় 'আপনি' বলেন আমার কেমন লাগে, আপনি আমায় 'তুমিই' বলবেন।

শিপ্রা। না।

অতনু। না কেন?

শিপ্রা। এই সভ্যতার যুগে ও অজুহাত্ অচল। মনিব হ'তে পারি কিন্তু তুমি ব'লে অসম্মান করতে পারিনে আমি আপনার।

অতনু। কিন্তু যদি বলি তুমি বললে আমার আনন্দ হয়—বিশ্বাস করবেন কি ?

শিপ্রা। বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু 'তুমি' বলতে পারিনে।

অতনু। ভালো। এই যথেষ্ট। আপনি যে আমায় বিশ্বাস করেন এটাই মনে থাকবে চিরদিন।

শিপ্রা। মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। কাগজ কলম আনবেন লিখে দেবো; ভবিষ্যতে অন্য কোথাও চাকরী করতে হ'লে সুবিধে হবে।

অতনু। আচ্ছা, আঘাত দিয়ে কথা বলতে আপনি ভারী ভালোবাসেন, না ?

শিপ্রা। না, কিন্তু যে কথা সহজ পথে চলে না, তাকে থামাতে চাই।

অতনু। বেশ। থামিয়ে রাখতে চান থেমেই রইলুম।

শিপ্রা। ওকি! সত্যিই আপনি কথা বলতে চান না নাকি ?

অতনু। না।

শিপ্রা। না ?

[স্বাহার প্রবেশ]

স্বাহা। শিপ্রাদি! তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে! আমার সঙ্গে বেরুবে বল্লে যে।

শিপ্রা। আমার একটু কাজ আছে স্বাহা তুমি এগোও ; আমি পরে যাচ্ছি।

স্বাহা। O.K. (প্রস্থান)

শিপ্রা। দেখুন, অতনু বাবু! একটা কথা। আমি আপনাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলিনি। (প্রস্থান)

(অতনু বসিয়া রহিল)

অষ্টম দৃশ্য

সম্মিলনী ভবন

[অতনু ও নিস্তার]

অতনু। আর কে কে গেছে ?

নিস্তার। লীলা, রেবা, কাদম্বিনী, মনীষা, দাক্ষায়ণী, শিউলি, শম্ভুবালা—

অতনু। থাক্—আর কাজ নেই। তাহ'লে প্রায় খালিই হ'য়ে এলো বল ?

নিস্তার। কোথায় খালি ? এখনও যা আছে তাদেরই ভাত নামাতে বগলে কাঁকবেরালি ধ'রে যায়।

অতনু। ধরবারই কথা। তা বাদবাকী যাবে কবে ?

নিস্তার। কে জানে। গেলেই কি আর না গেলেই কি—আমার খেজমতের কি কামাই হবে মনে করেছ !

অতনু। হবে না ?

নিস্তার। হুঁ হবে। এক সিক্রিটারী বাড়ীতে থাকলেই জিব বার ক'রে দেবে। তুমি কাজ কর বাছা আমি যাই।

অতনু। এই করি। আচ্ছা নিস্তার, এই যে এঁরা সব চ'লে যাচ্ছেন—তা তোমার শিপ্রাদি কিছু বলছেন না ?

নিস্তার। কী আবার বলবে ? যার ইচ্ছে থাকবে, না হয় চ'লে যাবে,

ওর আবার বলাবলি কী? বলছে ঐ সেক্রেটারী মাগী, গ্যাডোর ম্যাডোর গ্যাডোর ম্যাডোর বকতেই আছে সারা দিন রাত!

অতনু। ও।

নিস্তার। শিপ্রাদি'র মত ভাল মানুষ আর হয় না, বুঝলে? কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কাজের সময় কাজ করছে আর বাকী সময় ছবি আঁকছে। কত বড় ঘরের মেয়ে তা দেখতে হবে তো?

অতনু। তা বটে।

নিস্তার। আর মেজাজ! বড় লোকের মেয়ে কিনা। সেদিন ঝাঁ করে একখানা দশ টাকার নোটই বকশিস দিয়ে ফেললে আমাকে। আর ঐ সেক্রেটারী —হুঁ। থাকগে, কাজ নেই বাপু আমার পরের নিন্দে ক'রে। আমি চল্লুম।

(নিস্তারের প্রস্থান)

অতনু। (গান)

এবার যাবার সময় হোলো
ও অভাগা চল্।
সম্মিলনীর সব মিলনই ডুবল অতল তল্

(শিপ্রার প্রবেশ)

শিপ্রা। আপনাকে repeatedly বারণ করা সত্ত্বেও কাজের সময় এই গুণ গুণ ক'রে গান গাওয়াটা আপনি ছাড়লেন না?

অতনু। আজ্ঞে, চেষ্টা তো খুবই করছি—

শিপ্রা। কোথায় খুব চেষ্টা করছেন? প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি লক্ষ্য করছি আপনার এই negligence! আপনি কেন ভুলে যান যে, এটা আপনার শোবার ঘর বা স্নানের ঘর নয়—এটা একটা অফিস। কি

ক'রে এখানে চলতে হয়, আপনার মত একজন শিক্ষিত যুবককে একথা বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে। কেন ?

(শিপ্রার প্রস্থান)

অতনু। দেখে যাও বাবা রুদ্র, তোমার জন্য আমি কত ক্ষুদ্র। কিন্তু যাই বল শিপ্রা দেবী তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি।

মন যে বলে চিনি চিনি
যে গন্ধ বয় ওই আঁচলে !
কে তোরে কয় বিবাগিনী
ঘরের পানে চরণ চলে !—

(অতনুর প্রস্থান)

(বনবালার প্রবেশ)

বনবালা। দেখ বাবা অতনু—ওমা কেউ যে নেই গো—কী যে চাকরী করছিস বাবা তা তুইই জানিস্।

(বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ)

কে গা ? ভেতরে এস না—দোর তো খোলাই আছে।

(সত্যসিন্ধুর প্রবেশ)

বনবালা। ওমা একি !

সত্য। সন্ন্যাস নিয়েছি। গৃহে আর আসক্তি নেই। পরম ব্রহ্ম ভজনা করবো। চল্লুম মা—

বন। বলি এর চেয়ে যে আমার মরণ ভাল—মা বলছ কাকে ?

সত্য। তোমাকে। সব নারীকেই এখন আমাদের মা বলতে হয়—সন্ন্যাসী কিনা ! গুরু ! গুরু !

বন। কার জন্য সন্ন্যাসী হচ্ছো তুমি শুনি। আমার জন্যে ?

সত্য। না—না—তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছেন জানো তো? নিমিত্ত মাত্রং দাম্পত্য কর্মহং! তা সে যাকগে মরুকগে যাক্। না তোমার জন্য সন্ন্যাস নিইনি। ক্যাবলা টেঁপি, আর নাড়ুই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।

বন। তা তাদের দশা কী হবে শুনি?

সত্য। সবই শ্রীগুরুর ইচ্ছা। মেজবৌ, জান তো, মানুষের দশ দশা। তাদেরও একটা দশা হবেই। আর সময় তো গেলো—আর তাঁকে ডাকবো কবে?—তাই।

বন। তাই এই ভিরকুটি মেরে ছাই ভস্ম মাথা? না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—নিস্তার—ওরে নিস্তার!

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। কী গো! ওমা—এ মিন্সে আবার কে?

বন। ওরে নিস্তার শীঘ্র একটা রিক্সা ডেকে দে মা।

নিস্তার। দাঁড়াও। তবে ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনি।

বন। ম্যানেজারকে আবার ডাকবি কেন?

নিস্তার। নামটা কাটতে হবে তো তোমার?

বন। আমরা চলে গেলে কাটা ছেঁড়া যা হয় করিস নিস্তার। এখন আগে রিক্সা তো তুই ডেকে দে।

নিস্তার। এই দিই মা দিই।

(নিস্তারের প্রস্থান)

সত্য। রিক্সা কি হবে মেজবৌ?

বন। আলমারি সাজাব। মরণ তোমার! বলি, বাড়ী যেতে হবে না?

সত্য। গৃহে? কিন্তু আমি যে বদরিকা ধামে যাবো ব'লে বেরিয়েছি?

বন। যাওয়াচ্ছি বদরিকা! ভিট্‌কেলমির আর জায়গা পাওনি—না?

সত্য। না—এ ভিটকেল্‌মি নয় মেজবৌ। এ বৈরাগ্য স্বর্গীয়। এ যা'র-তার আসে না। চৈতন্য-বুদ্ধ প্রভৃতিদের প্রথম বয়সে হ'য়েছিল,—আর আমার এই শেষ বয়সে হোলো।—

(নেপথ্যে নিস্তার)

নিস্তার। রিক্সা এসেছে গো।

বন। যাও চল।

সত্য। কিন্তু—

বনবালা। আবার কিন্তু—চল—

সত্য। আচ্ছা চল। কিন্তু কাজটা ভাল করলে না মেজবৌ। অনেক গুলো টাকা খরচ ক'রে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শেষ বেলায় কিনা—কিন্তু এও তুমি দেখে নিও সংসারে আর আমার মন বসবে না। ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছি কিনা—চল—

(উভয়ের প্রস্থান ও নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। নাঃ, চলে যাবো, কালই চাকরী ছেড়ে। কে-র‍্যা?—

(ব্রজদুলালের প্রবেশ)

ব্রজ। সন্ধ্যাতারাকে একবার ডেকে দাও তো।

নিস্তার। তা দিচ্ছি। তা রিস্‌কে কখন ডাকতে হবে?

ব্রজ। রিক্সা ডাকতে হবে কিসের জন্যে?—

নিস্তার। কিসের জন্যে তা আমি কী ক'রে বলবো? তবে আজ সকাল থেকে সবাই রিক্সা ডাকছে দেখছি কিনা তাই বলছিলাম।

ব্রজ। ও তার দরকার নেই। তুমি সন্ধ্যাতারাকে ডেকে দাও।

(নিস্তারের প্রস্থান)

(সন্ধ্যাতারার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। কেন ?

ব্রজ। এই যে! হ্যাঁ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি এই জন্ম যে তোমার নামে যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে, তার কী ব্যবস্থা করবে ?

সন্ধ্যা। শুধু এই জন্তে এসেছিলে আমার কাছে ?

ব্রজ। হ্যাঁ, শুধু এই জন্যে।

সন্ধ্যা। তা হলে তুমি যাও—তুমি যাও নিষ্ঠুর। আমার বুকের শ্রাবণ মেঘে বিদ্যুতের জ্বালা তুমি হেনোনা। সেই কালীময় অতল অন্ধকারে একলাই থাকবো আমি। তুমি যাও।

ব্রজ। তা যাচ্ছি। কিন্তু খুব দেখালে যা হোক্ সন্ধ্যা! যাক্ কিছুই আর বলবোনা তোমাকে। বুকের মধ্যে শ্রাবণের কালো আকাশ ভ'রে চুপ ক'রে বসে থাক। শুনেছো বোধ হয় যে আমি আবার বিয়ে কচ্ছি। কী করবো বল? ঘরে একজন কেউ না থাকলে আমার চলেনা—কাজেই—। কিন্তু থাক্‌গে ও সব কথা। এই নাও নেমন্তন্নের চিঠি, যদি সময় পাও যেও সেদিন একবার। ঘরে তো আর গিন্নি বান্নী কেউ নেই। ...তা মেয়েটি বেশ ভাল পাওয়া গেছে, জানলে সন্ধ্যা? এদিকে কাজে কর্ম্মেও খুব—দেখতেও বেশ ডাগর-ডোগর। একি! তুমি কাঁদছো কেন?

সন্ধ্যা। কেন তুমি আমাকে না জানিয়ে একাজ করলে? কেন করলে তুমি? আমাকে কি বলতে পারতেনা তুমি ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ?

ব্রজ। তোমাকে! ঘরে ফিরে যাবার জন্যে? কিন্তু তুমিই তো স্পষ্ট জবাব আমাকে দিয়েছিলে—

সন্ধ্যা। আর সেই কথাটা বিশ্বাস করে আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করলে তুমি ?—

ব্রজ। তোমার সর্ব্বনাশ? কিন্তু এখানে তো সুখেই আছ তুমি!

সন্ধ্যা। না না, তোমার কোন কথা আমি শুনবোনা। সামান্য একটা ভুলের জন্য সারাজীবন আমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে—এতই কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ আমার? চল আমি এখনি যাব তোমার সঙ্গে।

ব্রজ। এখুনি যাবে? কিন্তু তা কী ক'রে হয় সন্ধ্যা? কিন্তু আমি যে তাদের কথা দিয়েছি।

সন্ধ্যা। আমাকে না জানিয়ে কেন কথা দিলে তুমি? আমি তার ভাল দেখে একটি পাত্র জুটিয়ে দেব। চল, চল।—

ব্রজ। কিন্তু কাজটা ভাল হলোনা। আচ্ছা চল।—

সন্ধ্যা। দাঁড়াও, নিস্তার, নিস্তার!

(নিস্তারের প্রবেশ)

আমি চল্লুম নিস্তার।

নিস্তার। ওমা সেকি! খাওয়া দাওয়া যে কিছুই হ'লোনা মা!

সন্ধ্যা। খাওয়ার দরকার নেই নিস্তার; অনেক খাইয়েছো তুমি। শিপ্রাদি স্বাহা দেবীকে বলো আমার কথা; মনে থাকবে তাঁদের স্নেহ; মনে থাকবে আতিথ্য, ভুলবো না—এ জীবনে। চল্লুম নিস্তার—চল্লুম।

নিস্তার। এস মা এস। দুগগা দুগগা!

(সন্ধ্যা ও ব্রজর প্রস্থান)

কাজ নেই; আরও একটু দেখে তবে চলে নেবো। যে যাবার হিড়িক লেগেছে!

(বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ)

ঠিকই বলেছি। ভেতরে এসো গো—ভেতরে এসো।

(প্রভাতকিরণের প্রবেশ)

নিস্তার। ডাকব?

প্রভাত। ডাকো।

নিস্তারর প্রস্থান)

(পরে তনিমার প্রবেশ)

তনিমা। এসেছো? আচ্ছা, এত দেরী ক'রে আসে?

প্রভাত। খুব দেরী:হয়নি।

তনিমা। না হয় নি। আমি সেই কখন থেকে অপেক্ষা কচ্ছি। চল।

প্রভাত। তোমাদের সম্মিলনী কি ভেঙ্গে গেলো?

তনিমা। কেন বল ত?

প্রভাত। কাউকেই দেখছিনে কি না, তাই···

তনিমা। আর বল কেন? চিঠি আসে না তো আসেই না—যখন এলো তখন একেবারে ৮।১০ খানা চিঠি এলো। আর মজা দেখ, সকলেরই একটা না একটা দুঃসংবাদ তাতে লেখা আছে—কাজেই—

প্রভাত। কাজেই সবাই বাড়ী চ'লে গেলেন?

তনিমা। হ্যাঁ।

প্রভাত। ভালই হয়েছে কি বল? শুধু শুধু এখানে থেকে কষ্ট ভোগ ক'রে লাভ কী? তোমার মত সকলেই তো আর অনন্যচিত্ত নয়—

তলিমা। আবার! ভাল হবে না বলছি।

প্রভাত। আচ্ছা যাক—আর বোলব না। কিন্তু আর দেরী কোরোনা, চল।

তনিমা। চল।

[উভয়ের প্রস্থান। অনুপমা ও নিস্তারের প্রবেশ]

নিস্তার। তা হ্যাঁ মা, আর সবাই তো যে যার নিজের লোকের সঙ্গে গেল—আর তুমি ?

অনু। আসবার সময়ও তো আমি নিজের লোকের সঙ্গে আসিনি নিস্তার! আমি একলাই যাবো।

নিস্তার। তা বটে মা তা বটে। তা আবার কবে আসছে মা।

অনু। বলতে পারছিনে নিস্তার। নিতু আমার একটু সেরে না উঠলে আমার আর শান্তি নেই।

নিস্তার। সে কথা কি একবার মা একশোবার, বলে "খুব দেখালি পেটের পো সগগে যাওয়া সরিয়ে থো—"

—আহা কেষ্টার যেবার খুব সর্দ্দি হ'ল—

অনু। তুমি এটা দয়া ক'রে বাইরে বার ক'রে দাও নিস্তার।

নিস্তার। এই দিই মা দিই। কেষ্টার যেবার খুব সর্দ্দি হোলো—খাওয়া নেই দাওয়া নেই—

অনু। আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে নিস্তার !

নিস্তার। চল মা চল—সেই কেষ্টার সর্দ্দি যতদিন ছিল মা—[উভয়ের প্রস্থান ও স্বাহা ও রুদ্রেশ্বরের প্রবেশ।]

রুদ্র। আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য শেষে তোমাদের এই সম্মিলনী ভবনেতেই আসতে হ'ল ?

স্বাহা। ভবনের উপর তোমার এত বিরাগ ?

রুদ্র। অনুরাগের বস্তুকে যে দূরে রাখে—তার উপর কী মনোভাব হয় ?

স্বাহা। তুমি যে আমায় সিনেমাতে যেতে দিলে না—নাও, এখন কী বলতে চাও বল।

রুদ্র। এইভাবে যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা কও—তবে তোমার সিনেমা যাওয়াটাই ছিল ভাল।

স্বাহা। ভাগ্যিস দেখা হ'য়ে গেল—তাই না? এতদিন ছিলে কোথায়। সামান্য এক কলম লিখে আমার খোঁজ নেবার প্রবৃত্তিও তো হয় নি তোমার। আজ আমার কপালে এত সুখের মানে বুঝতে পারছিনে।

রুদ্র। কিন্তু আমার চিঠি সত্যই কি তুমি আশা ক'রেছিলে?

স্বাহা। আশা আমি করি বা না করি তোমার কি কর্ত্তব্য ছিল না—একখানা চিঠি দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা কর? এখানে সকলেই পেয়েছে চিঠি—আর আমিই বা পাব না কেন?

রুদ্র। তাই তো চিঠি না দেওয়ার অপরাধ ঢাকতে আমি স্বয়ং এলুম তোমার বার্ত্তা নিতে।

স্বাহা। বার্ত্তা নিয়েই চ'লে যেতে চাও বুঝি?

রুদ্র। চ'লে যাবো বলেই কি এলুম আমি?

[নেপথ্যে নিস্তার—"ওগো বীণাদিদি—গরম দুধ যে তোমার জুড়িয়ে গেলো—"]

রুদ্র। কিন্তু তুমি বাইরে চল, এখানকার atmosphere আমার ভাল লাগছে না; ভয় নেই গো ভয় নেই, জোর করে তোমায় বেশীক্ষণ আটকে রাখব না।

স্বাহা। চল

[উভয়ের প্রস্থান ও অতনুর প্রবেশ।]

অতনু। "কেন আমায় পাগল ক'রে যাস ওরে চ'লে যাওয়ার দল—"

[শিপ্রার প্রবেশ]

শিপ্রা। গলার আওয়াজ শুনে বুঝলুম—আপনি এসেছেন। কাজ করতে করতে কোথায় পালিয়েছিলেন?

অতনু। আজ্ঞে—একটু—

শিপ্রা। না না কুণ্ঠিত হবার কোন দরকার নেই। আমি ঠিক করেছি, কৈফিয়ৎ আর চাইবো না আপনার কাছে। কিন্তু স্বাহার কাছে শুনলাম যে গেল মাসের মাইনে আপনি নেন নি; কেন?—

অতনু। কী জানেন, ও পঁচিশ টাকা নিয়ে কী হবে? দু পাঁচশো টাকা জমুক, তারপরে একেবারে নিলে হবে।—

শিপ্রা। মাসে পঁচিশ টাকা হ'লে পাঁচশো টাকা জমতে কত দিন লাগে অতনুবাবু?

অতনু। আজ্ঞে তা অনেক দিনই লাগে। কিন্তু অল্প কিছু পেতে আমার মন সায় দেয় না।

শিপ্রা। খুব উদার মন আপনার। কিন্তু পাঁচশো টাকা একেবারে দেবার মত সামর্থ্য আমাদের না ও থাকতে পারে।

অতনু। না সামর্থ্য আপনার থাকবেই। কিন্তু ক্ষমা করবেন—ততদিন আপনাদের সমিতি টিঁকলে বাঁচি।

শিপ্রা। সে কথা বড় মিথ্যে বলেন নি। আজ কারা কারা গেল লিখে রেখেছেন?

অতনু। না। আরও দু একদিন দেখে একেবারেই লিখবো ভাবছি।

শিপ্রা। এ কথায় সম্মিলনী সম্বন্ধে আপনি কি কিছু ইঙ্গিত করছেন?

অতনু। খুব স্পষ্ট করে আপনি যেটা বুঝতে পারছেন তার সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত ক'রে কী লাভ বলুন।

শিপ্রা। আমি শুধু দেখলুম বিদ্রোহ করা এদের ধর্ম্ম নয়।

অতনু। কিন্তু বুঝলেন কি, এদের আসল ধর্ম্ম কী?

শিপ্রা। সেই পুরোণো পচা পাতিব্রত্য।

অতনু। দেখুন পাতিব্রত্য পুরোণো হ'তে পারে—কিন্তু পচা নয়।

শিপ্রা। ও নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আমার ইচ্ছে নেই। আপনি কাজ করতে যান। (অতনুর প্রস্থান)

[নিস্তারের প্রবেশ]

শিপ্রা। নিস্তার! স্বাহা কোথায় রে?

নিস্তার। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম।

শিপ্রা। অ। গীতা আব লীলা এদের যে যাবার কথা ছিলো—

নিস্তার। গেছেন। আবার সঙ্গে ক'রে কল্যাণী দিদিকেও নিয়ে গেছেন।

শিপ্রা। অ।

নিস্তার। বলছিলুম কি এবেলা পোলাও কালিয়া কর মা—দু চারজন তো আছে—খরচ বেশী লাগবে না।

শিপ্রা। যা খুসী করগে তোমরা। হাতে কি চিঠি নাকি?

নিস্তার। এই দ্যাখ, তোমাকে দিতে এসেই ভুলে গেছি। ব্যারাক শূন্যি হ'য়ে গেল মা, মনের আর দোষ কি! অনেক দিন ছিল সব! বুকটা থেকে থেকে কেমন কর করিয়ে উঠেছে।

(চিঠি দিয়া প্রস্থান)

(অতনুর প্রবেশ)

অতনু। একি আপনি যান নি?—

শিপ্রা। না।

অতনু। একটা কাজের কথা জিগ্যেস করছিলুম। যাঁরা যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের হিসেবগুলো কি রকম ভাবে—

শিপ্রা। আজ থাক্ কাল সকালে বুঝিয়ে দেবো।

অতনু। তাহলে কি আমি যেতে পারি এখন?

শিপ্রা। হ্যাঁ।

(অতনু চলে যাচ্ছিল)

শিপ্রা। শুনুন।

অতনু। বলুন।

শিপ্রা। আচ্ছা আজকে থাক।

অতনু। আচ্ছা, ও চিঠিটা কি সম্মিলনীর চিঠি ?

শিপ্রা। কেন ?

অতনু। না, তাহ'লে ফাইল করবো কি না তাই বলছি—

শিপ্রা। না তার দরকার নেই। এ আমার দাদুর চিঠি।

অতনু। দাদুর চিঠি ?

শিপ্রা। কী দাঁড়িয়ে রইলেন যে! কিছু বলবার আছে ?

অতনু। আপনিও কি ফিরে যাবেন বাড়ীতে ?

শিপ্রা। এ কথা কেন জিগ্যেস করছেন ?—

অতনু। চিঠি পেয়েই সবাই চলে যাচ্ছেন কিনা তাই বলছিলাম।

শিপ্রা। না দাদুই চলে যাচ্ছেন। চিঠিটা পড়তে পারেন।

অতনু। (পত্র পড়িতে লাগিল) "দিদি, অভিমান আমারও আছে। তাই সে অভিমান বজায় রাখতে কালই যাচ্ছি হরিদ্বার। সেখান থেকে কোথায় যাব ঠিক করিনি। যে বাড়ীতে তুমি নেই সে বাড়ীতে আমিও নেই।"

দাদু চলে যাচ্ছেন! কই! আমি ত কিছু জানিনে।

শিপ্রা। আপনি জানেন না! মানে? আপনি কি আমার দাদুকে চেনেন নাকি ?

অতনু। চিনি। শুধু চিনি না, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

শিপ্রা। এ চাকরী তাহ'লে আপনার অভিনয় ?

অতনু। অস্বীকার করিনে।

শিপ্রা। এখন বুঝতে পারছি আপনার ব্যবহারের কথা, গানের কথা, রসিকতার কথা। লেখাপড়া আপনি কিছু জানেন না! চাকরী করতে মাইনে আপনি নিতে চান না!—

অতনু! আরও একটি কথা আপনি জানেন না। স্বাহা দেবীর স্বামী রুদ্রেশ্বর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার আর আপনার দাদু আনন্দবাবুর নিঃসঙ্গতাই আমাকে এ চাকরী নিতে বাধ্য করেছে।

শিপ্রা। বুঝেছি। আমার বিরুদ্ধে এ তাহ'লে আপনাদের ষড়যন্ত্র! আপনি দাদুকে বলে দেবেন, যান তিনি যেখানে খুসী যান — আমি ফিরে যাবো না—যাবো না—

অতনু। শোন শোন—শিপ্রা!

শিপ্রা। কী?

অতনু। আরও কিছু বলবো আমি তোমাকে।

শিপ্রা। বলুন।

অতনু। বোস এইখানে।

নবম দৃশ্য

রুদ্রেশ্বরের বাড়ী

(আনন্দ ও শিপ্রার প্রবেশ)

আনন্দ। এবার অভিমান কোথায় রইল দিদি?

শিপ্রা। যেখানে ষড়যন্ত্র সেখানে আমি অভিমান রাখিনা।

আনন্দ। রাখবার কি উপায় আছে আর? এ ষড়যন্ত্র স্বয়ং অতনুর। বলি ধ্যানভঙ্গের ব্যাপারটা জানিস তো?

শিপ্রা। অনঙ্গ দেব সেই লাঞ্ছনা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন এক সু-নির্দ্দিষ্ট পরিণামের জন্য। কিন্তু এখানে তার কি?

আনন্দ। এখানেও তার ত্রুটি হবেনা।

শিপ্রা। ত্রুটি হবেনা! ওসব শয়তানি মৎলব তুমি ছাড় দাদু। ও চলবেনা কিন্তু বলে দিচ্ছি।

আনন্দ। আমাকে বলে আর কি হবে!

শিপ্রা। কাকে বলবো শুনি!

(নেপথ্যে অতনুর গান) সে কোন্ সোণার হরিণ ছিল আমার মনে।

আনন্দ। ঐ যার গান শোনা যাচ্ছে।

(নেপথ্যে অতনু—বৌদি গো!—ক্ষিধেয় যে পেট জ্ব'লে গেল)

(রুদ্রেশ্বর ও স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। ছাড় ছাড়, অতনু ঠাকুরপোকে খাবার দিয়ে আসি।

আনন্দ। অতনু ঠাকুরপো'র ওপর এখন যে দয়া একেবারে উপচে পড়ছে—ব্যাপার কী! রুদ্দুর! আমাদের পোড়া অদৃষ্টে এমন একটা বৌদি জোটে না হে!

রুদ্র। আর ওদের লজ্জা দেবেন না দাদু।

স্বাহা। লজ্জা আমাদের, না তোমাদের দাদু!

রুদ্র। তর্ক করবনা। আমাদেরই।

(অতনুর প্রবেশ)

অতনু। প্রণাম হই রুদ্দুরদা।

রুদ্র। কল্যাণ হোক—বেটা।

আনন্দ। হ্যাঁ—হোক কল্যাণ।

কৌমার্য লজ্জার শয্যা ছাড় পুষ্পধনু
হে অতনু—নারীর তনুতে লহ তনু।

এর মানেটা বুঝতে পেরেছিস তো দিদি।

রুদ্র। প্রেসিডেণ্ট মানুষ, উনি কি আর না বুঝেছেন!

অতনু। না পেরে থাকেন—সেক্রেটারী মশাই বুঝিয়ে দিন না।

আনন্দ। আর তিনিও যদি না পারেন?

অতনু। তবে এই পঁচিশ টাকার অধম ক্যারানিই একবার চেষ্টা করে দেখবে।

স্বাহা। শিপ্রাদি! তুমি চ'লে যেও না—আমি আসছি এখুনি।

রুদ্র। আরে যাবে কোথায়! মিঃ চাউড্রি যে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

স্বাহা। আবার!—দাদু একটু ব'সে যাবেন—আপনার চা নিয়ে আসি।

অতনু। শুধু চা নয় বৌদি; খানকতক ক্যাকারও আনবেন।

স্বাহা। আবার!— (স্বাহার প্রস্থান)

অতনু। তা দাদুর হরিদ্বার যাওয়া কবে হোলো।

আনন্দ। কই আর হোলো। দিদি তো ছাড়ছে না।

শিপ্রা। ইচ্ছে করলেই তুমি যেতে পার—আমি তো ধ'রে রাখিনি।

আনন্দ। সে জানি। আমাকে ধ'রে রাখবার দিন তোমার ফুরিয়েছে।—তা সে যাক্—আমি উঠি। ভয় নেই, একেবারে যাচ্ছিনা।

(আনন্দের প্রস্থান ও চাকরের প্রবেশ)

চাকর। ডাকবাক্স দেখুন বাবু—চিঠি নেই। আর বৌদিমণি বললেন যে নীচে কে একজন আপনাকে খুঁজছে।

রুদ্র। খুঁজছে নাকি? অতনু বোস; আসছি। (উভয়ের প্রস্থান)

অতনু। বলি হ্যাঁগো! ব্যারাকের ভাড়াটারা আর পাওনা নেইতো?

শিপ্রা। আমি জানিনা!

অতনু। আচ্ছা বেশ—তবে আমিই জানি। কিন্তু আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে।

শিপ্রা। কেন?

অতনু। তোমাদের জাগরণীর মেম্বররা বেশীদিন জেগে থাকতে পারলেন না ব'লে।

শিপ্রা। ঠাট্টা হচ্ছে নাকি?

অতনু। না ঠাট্টা নয়। ভাবছি আর কিছুদিন টিঁকে থাকলে মাইনেটা ঠিক আদায় হোতো।

শিপ্রা। আদায় তো তুমি সুদ শুদ্ধ করলে দেখতে পাচ্ছি।

অতনু। এতো উপরি। আসলটা মারা গেল।

শিপ্রা। ছাখো আমি জীবনে অনেক লোক দেখেছি—কিন্তু তোমার মত মানুষ দেখলাম না।

অতনু। (গান) ওগো মানুষ চেনা দায়!

শিপ্রা। ওকি!

অতনু। লক্ষ্মিটি—আজ আর ধমকোনা। এটাতো আর অফিস নয়—কি হবে আর Discipline রেখে বল।

রঙ বেরঙের চটক দেখে
ফানুষ চেনা যায়
ওগো মানুষ চেনা দায়

(রুদ্র ও নিস্তারের প্রবেশ)

রুদ্র। তোমাদের সম্মিলনীর কে একজন এসেছেন ছাখো।

(রুদ্রের প্রস্থান)

শিপ্রা। একি—নিস্তার ?

নিস্তার। তবু ভাল, চিনতে পারলে! বলি হ্যাঁ দিদিমণী, তোমাদের কী আক্কেল বলতো! আসছি ব'লে যে সবাই ফস ফস ক'রে বেরুলে, তারপর তিন দিন কোন খবর নেই।

শিপ্রা। কেন বীণা তো ছিল—মাইনে পত্তর বুঝে পাওনি ?

নিস্তার। বীণার কথা আর বোলোনা দিদি। তাকে কে বুঝোয় তার ঠিক নেই—সে বুঝোবে আমাকে। দু'দিন তবু ছিল দু'জন—কাল একেবারে খাঁ খাঁ। অতবড় হাওদা ব্যারাকে একা মা সারারাত্রি কী যে কষ্ট! এখানে কি যেন পড়ছে ওখানে কি যেন নড়ছে—ভয়ে মরি মা। শেষে সারারাত্রি ফুটপাথে বসে কাটাই। সকালে উঠেই ভাবলুম—যাই একবার সিক্রিটারির কাছে। শুধিয়ে আসি কেন এমন হোল।

অতনু। তা তুমি চলো নিস্তার। আমার বাড়ীতে তুমি চাকরী করবে।

নিস্তার। আরে ন্যাও বাপু ন্যাও! তুমি পঁচিশ টাকা মাইনে পাও—তা নিজেই বা কি খাবে আর আমায়ই বা কী খাওয়াবে। তোমার আবার নোক রাখা কেন বাপু ?

শিপ্রা। আচ্ছা নিস্তার—সেই বাড়ীতে গিয়ে আমিই যদি মাইনে দিই—করবে কাজ ?

নিস্তার। আবার আপিস বসাচ্ছ দিদিমণি ?

অতনু। হ্যাঁ। এবার কিন্তু আর অন্য লোক নয়—শুধু তোমাদের ম্যানেজার বাবু প্রেসিডেন্ট দিদি। কাজ কত কম্‌লো বলতো তোমার ? দুজনের মত ঝোল ভাত রেঁধে দিলেই—ছুটি।

নিস্তার। বুঝেছি। ওমা ? তাতেই বুঝি সম্মিলনী উঠলো!

যবনিকা

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

বিয়োগান্ত—১৷৷০

মানব জীবনের বহুদিকের বহু বিচিত্র আলেখ্য। গল্প বলিবার অভিনব টেক্‌নিক্। প্রত্যেকটি কাহিনী খরস্রোতা নদীর মত ক্ষিপ্র অথচ প্রাণময়।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের

গল্প পুষ্পাঞ্জলি

নরেন্দ্র দেব, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, আশালতা সিংহ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের অপ্রকাশিত গল্পের সমষ্টি। আট আনা।

প্রকাশক—

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস

৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা॥